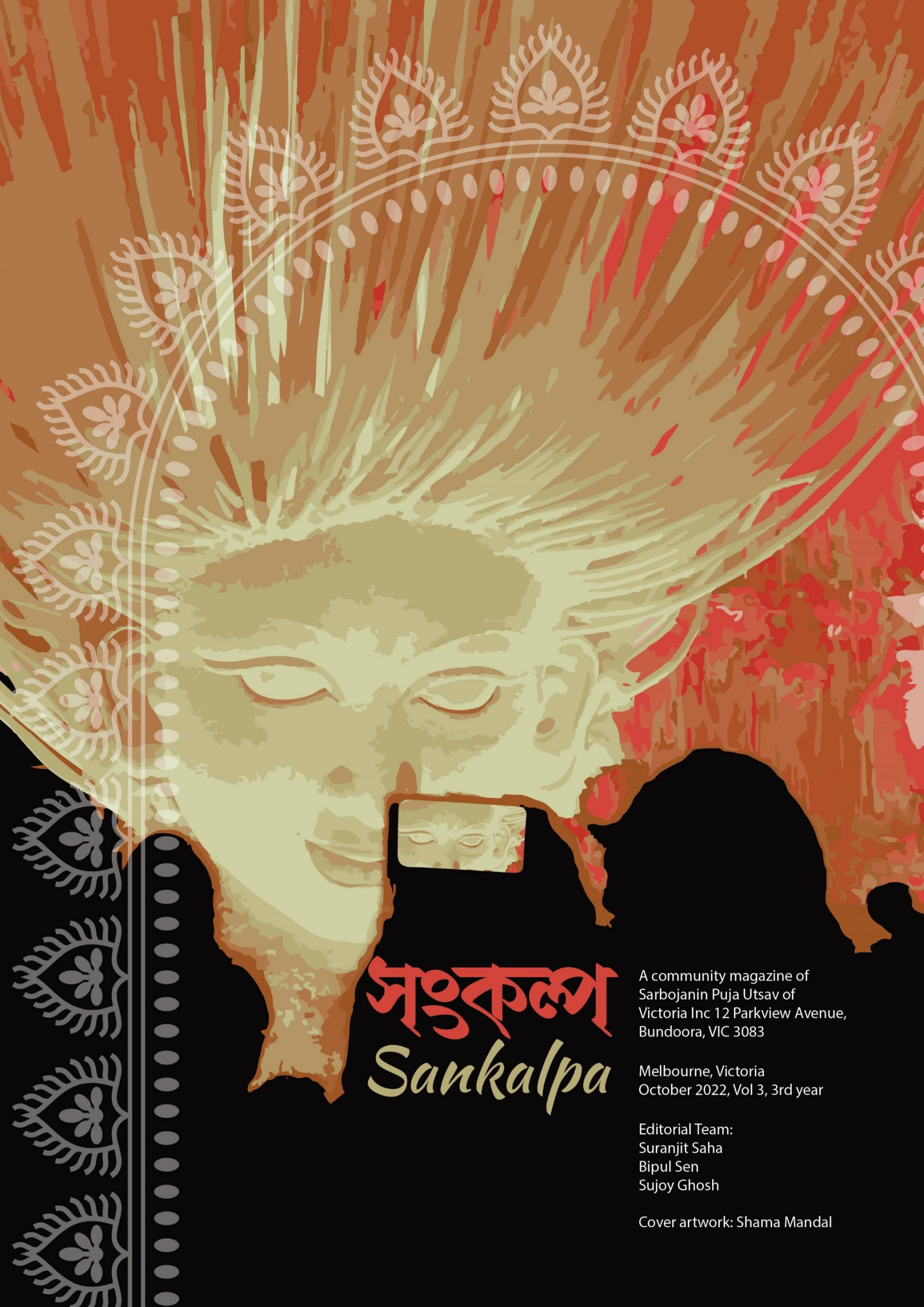


~2022~



Sankranti

সংক্রান্তি



# সংকল্প Sankalpa

A community magazine of  
Sarbojanin Puja Utsav of  
Victoria Inc 12 Parkview Avenue,  
Bundoora, VIC 3083

Melbourne, Victoria  
October 2022, Vol 3, 3rd year

Editorial Team:  
Suranjit Saha  
Bipul Sen  
Sujoy Ghosh

Cover artwork: Shama Mandal

# CONTENT

## শারদ মুখপত্র

ডাঃ বিকাশ চৌধুরী

## MANTRAS AND VERSES OF WISDOM

PROF. NIHAR RANJAN SARKER AND CHAPAL CHOUDHURY

## প্রকৃতি না মূর্তি

অসীম চক্রবর্তী

## প্রবাসের দুর্গাপূজা

শুক্লা রায়

## AMAZING RACE CAMP

LABONYA PAUL (AGE 16 YEARS)

## THE EARTHQUAKE

ABHAY ARANYA DUTTA (AGE 11 YEARS)

## SOME ART WORK

### DURGA

IRA SEN (AGE 7 YEARS)

## PIANIST-COMPOSERS: AN IN-DEPTH ANALYSIS

AHRON SEN (AGE 14 YEARS)

## UNUSUAL MUSIC

SUBHAJIT CHATTOPADHYAY

## CRICKET: THROUGHOUT THE AGES

SOMDEEP BHATTACHARYYA (AGE 13 YEARS)

## DIARY DISASTER

MEGHRAJ PAUL (AGE 10 YEARS)

## SARASWATHI'S DAIRY

SAESHA GHOSH (AGE 11 YEARS)

## আমার সেই দুর্গা পূজার দিনগুলো

শম্পা দত্ত

## জনগণের স্বামী বিবেকানন্দ

প্রজাপতি রায়

## LAST YEAR AT A GLANCE

## COMMITTEE 2022-2023

## SPUVIC EVENTS 2022

## SPUVIC EVENTS 2023

## শারদ মুখপত্র

ডাঃ বিকাশ চৌধুরী

"বারোমাসে তেরো পার্বন" এই নিয়েই উৎসব প্রাণ বাঙালি। বাঙালি মানস আবর্তিত হয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঋতুচক্রে এবং তৎসংশ্লিষ্ট নানা ছোট বড় উৎসব নিয়ে গড়ে তুলেছে তার এক নিজস্ব আনন্দভুবন। এই পালা-পার্বন উৎসবের মধ্যে দিয়েই বাঙালি ভুলতে চেয়েছে তার নৈমিত্তিক দিনযাপনের ক্লাস্তিকর একঘেমিকতাকে। রূপসী বাংলার অন্যতম ভূষণ এই আনন্দময়ী উৎসবমালা। বঙ্গজননী অস্ত্রনিহিত সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে মাতোয়ারা বাঙালি আপন প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে নিত্য নব উৎসব রচনায়। কোনো সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণ কিংবা প্রাকৃতিক রক্তচক্ষু কেড়ে নিতে পারেনি বাঙালির এই প্রাণের উচ্ছ্বাস। আপন প্রাণ প্রাচুর্যে যাবতীয় প্রতিকূলতাকে জয় করে যুগ যুগ ধরে আপন উৎসব চেতনাকে রেখেছে অটুট।

উৎসব শুধু আনন্দের বার্তা বয়ে আনেনা, মানুষের আত্মাকে জানায় মুক্তির আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দেয় মানুষের মন-প্রাণ-দেহ। সংকট ও সমস্যার ঘূর্ণিজাল ছিন্ন করে তাই উৎসব অঙ্গনে সমবেত হয় আপামর মানুষ, ধনী নির্ধন নির্বিশেষে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষ ধর্মমতের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে সবই আসেন সেই আনন্দ প্রাপ্তনে।

আমাদের বঙ্গদেশে নানা উৎসব উদযাপিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ উৎসব পালিত হয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে। শরৎকালে অনুষ্ঠিত এই উৎসবকে ব্যাপ্ত অর্থে আমরা বলি শারদোৎসব। এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মাতৃআরাধনা। দশভুজা দেবীমূর্তি নির্মিত হয় বটে, আদতে গর্ভধারিণী থেকে দেশজননীর পাদপদ্মে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদিত হয়। আরাধনা করা হয় মহামায়া বা আদ্যাশক্তির পবিত্র কৌশিকী সত্যগুণের ( মেধা, বুদ্ধি, জ্ঞান ) এবং সেইসঙ্গে কামনা করা হয় আমাদের মনের রজঃগুণ ( কাম, ক্রোধ, প্রতিহিংসা ) এবং তামসিকগুণ ( অজ্ঞতা, কৃপমগ্নকতা, ভ্রান্তি ) বিনাশের।

শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরে বসবাসকারী বাঙালিরাও এই উৎসবকে উপাচারে-আয়োজনে-অলংকরণে স্মরণীয় করে রাখেন। সেখানেও মিলনের কল্লোলে ভেসে যায় ধর্মের বাধা। প্রবাসে শারদোৎসব হয়ে ওঠে বঙ্গসংস্কৃতির দ্যোতক।

এখন নানা প্রাকৃতিক পরিবর্তনে ঋতুচক্র আর তেমন স্পষ্টভরে প্রতিভাত হয় না, বিশেষত প্রবাসে তিথি-নক্ষত্র এবং ঋতুচক্র সামঞ্জস্যতাপূর্ণ নয়। তদুপরি সারা বিশ্বে অস্থিীলতা, মানুষে মানুষে হানাহানি, ধর্মক্ৰতা এবং মরণ ব্যাধি করোনার কালো থাবা মানব সমাজকে করেছে পর্যুদস্ত। তবু দুর্যোগ-দুর্ভোগ-দুঃসময় উপেক্ষা করে এসেছে দেবী দুর্গামাকে বরণ করার শুভলগ্ন - শারদোৎসবের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ। এই কাঙ্ক্ষিত উৎসবে আমাদের বিনম্র নিবেদন এই শারদ-অর্ঘ্য **সংকল্প**।

শরতের এই প্রাতে আসুন আমরা সকলে মিলে প্রার্থনা করি, মা দুর্গার কৃপায় প্রতিটি দিন হয়ে উঠুক খুশি আর আনন্দে ভরপুর। পুজোর প্রতিটি দিন কাটুক হাসি, আনন্দ আর উৎসবের আমেজে। সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

# Mantras and Verses of Wisdom

Prof. Nihar Ranjan Sarker and Chapal Choudhury

This is a very small collection of important verses or *mantras* from the vast ocean of Hindu scriptures. Some of these are prayers to God and Goddess, and some represent wisdoms of ancient Rishish (Sages). Our ancient texts are a virtual treasure-trove of wise sayings, teachings on correct living and spiritual enlightenment. The *mantras* are said to be the instruments through which an individual can connect with the divine and live an honest and blissful life.

This collection brings together only a sample of some notable *mantras*, which has been compiled to include the original scripts written in *Sanskrit* language with English and Bangla scripts followed by translation and narration in simple English. The name or title of each mantra or source scripture has been provided, where available.

Materials for this collection are sourced from the *Vedas*, *Upanishads*, *Mahabharata*, *Ramayana*, *Puranas*, *Subhashitas*, and other celebrated works.

We believe every child of a Hindu family should learn these *mantras* and understand their meanings. We strongly encourage SPUVIC parents to take the challenge of self-learning and then guiding their children to memorise at least five mantras over next five months until the coming Saraswati Puja in January 2023. We would recommend SPUVIC Management Committee to organise a ***mantra recital competition*** by our community children as a regular event in each year's Saraswati Puja festival. For continued encouragement and attraction, SPUVIC may offer highly valued prizes for all participants and three best performers of such competition.

Though the *mantras* can be found in the Web as well as in your own book collection at home, it can be hard to find some practical tips for their learning by children who are being brought up in Western countries in a mixed culture and linguistic environment. So, we are attempting here to provide some tips to help you in the journey of self-learning and teaching your children these and other common *mantras*. We believe this is an important and holy duty of every educated Hindu person.

- *Mantras* should be learned in its original Sanskrit language and the best learning method is to recite and memorise.
- Enlarge and print each *mantra* (as presented in this article) into a separate A4 size paper and stick to a highly visible and mostly passed-by wall in your house. This would help you to eye over the mantras whenever you move around in your home.
- Make a routine to loudly recite one *mantra* in rhythm once a day for several weeks until you and your children have fully memorised it. Then, pick the next *mantra* and repeat the same process before moving to another one. There is no best prescribed order, but we suggest starting with the shorter, simpler and most rhythmic one and gradually move to harder ones.

- If you find it difficult to get the correct syllable and rhythm of Sanskrit words and sentences, you may search around in the Web (e.g., YouTube) for recital audios or performances of some of these *mantras* that are sometimes sung or chanted by renowned singers as well.
- If you need assistance, the authors of this article will be more than happy to organise **mantra-recitation** sessions to help get you started with this especially important and holy journey for your family. It will be our immense pleasure to contribute in any way to launch this great initiative for SPUVIC community.

## Gayathri Mantra

---

[In Sanskrit language - Bangla script]

ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ  
তৎ সবিতুর্বরেন্যং ।  
ভর্গো দেবস্য ধীমহি  
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।

[In Sanskrit language - Latin script]

Om Bhur Bhuvah Svah  
Tat Savitur Varenyam  
Bhargo Devasya Dheemahi  
Dhiyo Yo nah Prachodayat



[Translation or narration in English language]

We meditate on the glory of the Creator,  
Who has created the Universe;  
Who is worthy of Worship;  
Who is the embodiment of Knowledge and Light;  
Who is the remover of all Sin and Ignorance;  
May He enlighten our Intellect.

---

## Shanti Mantra or Pavamana Mantra

(Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad [1.3.28], বৃহদারণ্যক উপনিষদ)

---

ওঁ অসতো মা সদগময় ।

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।  
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।  
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om Asato Mā Sadgamaya  
Tamaso Mā Jyotir gamaya  
Mṛtyormā Amritam gamaya  
Om Shānti Shānti Shāntiḥ

Oh Lord Almighty:  
from ignorance, lead me to truth;  
from darkness, lead me to light;  
from death, lead me to immortality  
Om peace, peace, peace.



## Shanti (universal peace) Mantra

(Bṛhadāranyaka Upaniṣad, बृहदारण्यक उपनिषद्)

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।  
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् ।  
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om Sarve Bhavantu Sukhinaḥ Sarve Santu Nirāmayāḥ .  
Sarve Bhadrāṇi Paśyantu Mā Kaścid Duḥkha Bhāgbhavet .  
Om Sāntiḥ Sāntiḥ Sāntiḥ

Let all be happy, let all be free from debilitation.  
Let all see goodness, let there be no victims of sorrow.

## Verses of wisdom

Sanskrit Subhasitani

नास्ति विद्यासमं चक्षु नास्ति सत्यसमं तपः।  
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखं ॥

Nasti Bidyasaman Chakshu, Nasti Satyamsaman Tapah  
Nasti ragasaman duhkham, Nasti tyagasaman sukhan

No eye is greater than knowledge  
No meditation is greater than truth  
No sorrow greater than anger  
No happiness is greater than giving away or sacrifice

---

## Verses of Wisdom

Bhagavd Gita (Verse 62 and 63)

---

ध्यायतो विषयवान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते।  
सङ्गां संजायते कामः कामां क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

Dhyāyato Viṣhayān Puṁsaḥ Saṅgaḥ teṣhūpajāyate  
Saṅgāt Sañjāyate Kāmaḥ Kāmāt Krodho 'bhijāyate (62)

While contemplating on the objects of the senses, one develops attachment to them. Attachment leads to desire, and from desire arises anger.

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः।  
स्मृतिं भ्रंशान्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

Krodhād bhavati Sammohaḥ Sammohāt Smṛiti-vibhramaḥ  
Smṛiti-bhraṅśhād Buddhi-nāśho Buddhi-nāśhāt Praṇaśhyati (63)

Anger leads to clouding of judgment, which results in bewilderment of memory. When memory is bewildered, the intellect gets destroyed; and when the intellect is destroyed, one is ruined.

---

## Sun prayer mantra (सूर्य प्रणाम मन्त्र)

---

ॐ जबाकुसुमसङ्काशं  
काश्यापेयं महाद्युतिम्।  
धातुरीं सर्वपापघ्नं  
प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्॥



Om Jaba Kusuma Sankaasham  
Kaashya Peyam Mahaa Dyutim |  
Tamorim Sarva Papaghnam  
Pranathosmi Divakaram ||

Oh Divine One, who is as magnificent as the Hibiscus flower, to You, the blessed son of Kashyapa, how powerfully radiant.

To You, the fierce enemy of darkness, and the One who washes away all sins, to Your brilliant infinite light, I humbly bow.

## Devi Saraswati Mantra

---

ওঁ জয় জয় দেবী চরাচরসারে  
কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে ।  
বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে  
ভগবতি ভারতি দেবী নমোহস্তুতে ॥

Jaya Jaya Devi Chara Chara Share  
Kucho Jogo Shobhito Mukta Hare  
Beena Ranjita Pustaka Haste  
Bhagwati Bharati Devi Namastute



## Devi Durga Mantra

---

(Sri Chandi Path, Markandeya Purana)

যা দেবী সর্বভূতেশু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।  
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।

Ya Devi sarvabhuteshu  
Shakti-rupen sansthita.  
Namas-tasyai namas-tasyai,  
namas-tasyai namo namaha

To the Devine Goddess (Devi) who resides in all beings in the form of universal power we bow to her, we bow to her, continually we bow to her.

---

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।  
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।

Ya Devi sarvabhuteshu  
Matru-rupen sansthita.  
Namas-tasyai namas-tasyai,  
namas-tasyai namo namaha



To the Devine Goddess (Devi) who resides in all beings in the form of universal mother we bow to her, we bow to her, continually we bow to her.



Located at the new  
Craigieburn Central Shopping Centre  
next to the 24hr Discount Chemist

Shop DOO-02  
340 Craigieburn Road  
Craigieburn 3064

T 8339 4555  
F 9303 8220

Craigieburn Central Medical Centre is a locally owned General Practice, designed to meet the needs of people living in Craigieburn and the surrounding areas. We offer a wide range of services in one location.

**General Practitioners**  
Dr. Jagannath Chatterjee  
Dr. Abdul Matin Talukder

**General Practitioners**  
Dr. Inam Khan  
Dr. Olthomame Sekhobe

**Female General Practitioners**  
Dr. Lutfun Nahar

Opening Hours  
Monday – Friday 9am – 9pm  
Saturday – Sunday 9am – 6pm  
Public Holidays 9am – 6pm

Located at the Craigieburn Central Shopping Centre

[www.craigieburncmc.com.au](http://www.craigieburncmc.com.au)

**8339 4555**

Specialist Nursing Services  
Diabetes Education  
Men's Health  
Women's Health  
Aged Care

Allied Health Services  
Physiotherapy

Psychology  
Australian Hearing

Languages Spoken by our GPs  
English  
Farsi  
Hindi  
Bengali  
Arabic  
Urdu  
Punjabi

## প্রকৃতি না মূর্তি

### অসীম চক্রবর্তী

গ্রামে একটা মাত্র পূজা। দশমী পূজার পর বিসর্জন, কিন্তু ঘট আসবে আমাদের ঘরে। সে কি আনন্দ, গ্রামের সবাই ঘট নিয়ে আসল আর সবাইকে মুরী আর জীলাপি দেয়া হল।

অতঃপর প্রতিমা বিসর্জন। ঠাকুরমাকে জীজ্ঞেস করলাম, সব মূর্তী বিসর্জন হবে কিন্তু ঘট নয় কেন? ঠাকুরমা বললেন, “ঘট বিসর্জন হয়না। ঘট একবার স্থাপন হলে সব সময় পূজা দিতে হয়, তাই যাদের আসনে নৈমিত্তিক পূজা আছে তাদের ঘরে ঘট যাবে আর আবার পরের বছর পূজা শুরুর আগে সেটা ফেরত যাবে।”

জানিনা এখন এই নিয়ম আছে কিনা- তবে আমাদের মত যারা বিদেশে পূজা করেন তাদের পক্ষে ঘট কেন প্রতিমাও বিসর্জন দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই –

### ঘট কি ?

ঘট হচ্ছে একটা কলস। যেটা ১- “জল” ভর্তি, ২- “আম পাতা”, ৩- “মাটি”র উপর, ৪- “খোলা বাতাস” আর ৫- “সূর্যের তেজ” দিয়ে ঘেরা। এই পাঁচটা জিনিসকে বলা হয় “পঞ্চ মহাভূতা”। লক্ষ বছর ধরে মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে এই পঞ্চ মহাভূতাই পৃথিবীর সমস্ত উৎপত্তির আদি এবং শেষ। এই পাঁচটা জিনিস দিয়ে মানুষ সৃষ্টি এবং মৃত্যুর পরে এসবে মিলিয়ে যাওয়াই নিয়ম যেটা প্রকৃতির ব্যালান্স রক্ষা করে।

কলসে এই পাঁচটা জিনিসের সমন্বয় ঘটলে এই ঘটের নাম হয় “হিরন্যগর্ভ” বা “সোনার ডিম” ও বলা হয়। “সোনার ডিম” বিসর্জন দেইনা। কিন্তু কিভাবে এটার স্থাপনা হয় ?

### ঘট স্থাপন ---

কলসের গলাই দুহাতে ধরে মন্ত্র হয় –

“ হিরন্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে  
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীত।

সদাচার প্রিথীবিং ধ্যামুতেমাং  
কস্মোই দেবায় হবিসা বিধেম।।”

যাহার হাতের উপর এই ভূমি, আকাশ,  
বাতাস, জল বা শক্তি – আমরা সর্বাগ্রে  
তাহার পূজা করি।

অতপর প্রার্থনা শেষে স্থিতিকরন (**Balance**) করে ঘট বসানো হয়। তারপর ৪টা তীরকাঠী ঘটের চার কোণায় স্থাপন করা হয় এবং লাল সুতা দিয়ে (৫বার) বেস্টনী তৈরী করা হয়।

তীরকাঠীর কাটা মাথায় দুর্বা ঘাস লাগানো হয়। এই তীরকাঠী আর সুতার বন্ধন দ্বারা একটা পরিবার বা একটা জাতির মানসিক বন্ধন কে বোঝানো হয়। **কিন্তু দুর্বা ঘাস কেন?**

দুর্বা ঘাসের আরেক নাম – **Cynodon**

**Dactylon.** দুর্বা কে অনেক দেশে “**Runner**”

ও বলা হয়। খুব অল্প জলে যে কোন আবহাওয়ায় এই দুর্বা ঘাস নীচে, উপরে এবং পাশে বাড়ে। তাই সনাতনীরা এই দুর্বা ঘাস দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত যাতে তাদের পরিবারও চারিদিকে এই ঘাসের মত ব্রিস্তিত এবং বর্ধিত হয়।

এই ঘট স্থাপনের পুরা প্রনালী থেকে বোঝা যায় মানুষ শুধু প্রকৃতির পূজাই করত এই ঘটকে প্রতীক করে।

আরো শত শত বছর পরে এসে মানুষ দেখল – শুধু এই হিরন্যগর্ভ নয়। এখানে আরো কিছু বিস্ময় আছে “পূজনীয়”। ঘটের মাহাত্য ঠিক আছে কিন্তু সবরকমের গাছ গাছালী পূজনীয় নয়। যে সকল গাছ গাছালী আমাদের খাদ্য জোগায়, যে সব গাছ গাছালী আমাদের ঔষধ জোগায় – তারা অবশ্যই পূজনীয়। তাতেই আরেক প্রতীকের পূজা শুরু হল –

## নবপত্রিকা –

নবপত্রিকা মানে নুতন পাতা হলেও এখানে “নয়”টা গাছের সমন্বয়কে বোঝানো হয়। ফসল ঘরে আনার আগে আগে এই পূজা হয় এবং কোন প্রতিমা পূজার অনেক আগে এই পূজাকে প্রকৃতির পূজা হিসাবে গন্য করা হত। এটাতে আছে – ১-কলা গাছ, ২- কচু গাছ, ৩-হলুদ গাছ, ৪-জয়ন্তি গাছ, ৫- বেল গাছ, ৬- ডালিম গাছ, ৭-মান কচু গাছ, ৮-ধান গাছ, ৯- অশোক গাছ। **অন্য কোন গাছ নয় কেন? খেয়াল করলে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকটা গাছ উপকারী গাছ, যারা হয় খাদ্য বা ওশধের জন্য প্রয়োজনীয়।**

## নবপত্রিকা – কলা বউ কেন ?

নব পত্রিকার গাছগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় – ওখানে একমাত্র কলা গাছই সহজলভ্য এবং একটা মূর্তি রূপ দেয়ার জন্য সহজ। তাই হয়ত বাকী ৮টা পাতা ঐ কলাগাছে গেথে তাকে শাড়ি পরিয়ে বউ এর রূপ দেয়া হয়। যদিও কলা বউ কে গণেশের বউ বলা হয়- আসলে কলাবউএর সাথে গণেশের কোন সম্পর্ক নাই। আসলে গনেশ মূর্তি আবির্ভাবের অনেক অনেক আগে থেকে এই নবপত্রিকা পূজা প্রচলিত। রামচন্দ্রের দুর্গা পূজায় এই নবপত্রিকা পূজা হয় যখন আর কোন মূর্তি ছিলনা। পুরানো ইতিহাস থেকে জানা যায় – এই কলাবউ স্নান করানোর মধ্য দিয়ে নবপত্রিকা পূজা শুরু হত। যেটা ছিল প্রকৃতির পূজার মহান আয়োজন। এখনো অনেক জায়গায় এই কলাবউ স্নানের আয়োজন বিশাল।

প্রকৃতি পূজার দ্বিতীয় পর্ব এভাবেই প্রথম পর্বের ঘট পূজার সাথেই চলছিল ততদিন যতদিন মানুষের স্বার্থর আঘাত বোঝার সময় হল। শুরু হল সংঘাত ভোগ নিয়ে, অতঃপর লরাই। প্রয়োজন দেখা দিল শক্তির। শুধু প্রকৃতিকে খুশী করলে চলবে না, চাই ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতা

পেতে চাই শক্তি। আর “দুর্গা” কে সেই সর্ব শক্তির অধিকারিণী বলে মনে করা হল।

দুর্গার রূপ কি হবে তা চিন্তা করার অনেক আগেই দুর্গার পূজা শুরু হয়েছিল ওই শক্তির আরাধনার জন্য। সেই শক্তির আরাধনায় নিয়ে আসা হল আত্মসুদ্ধীর নামে বলি দান।

## বলি ---

শক্তির আরাধনার নামে দুর্গা পূজায় বলির বিধান হল দুর্গা মাকে খুশী করার নামে। শুরু হয়েছিল নর বলির মাধ্যমে। বলি দেয়া হত যুদ্ধে পরাজিত রাজার ছেলেকে। পরের দিকে কোন ব্রাহ্মণের সুন্দর ছেলেকে। উদ্দেশ্য একটায়- শত্রু বলি। পরে নর বলি বন্ধ হলেও – নরের পুতুল বানিয়ে বলি দিয়ে। পরে পশু, পাখী, ফল ইত্যাদি বলির বিধান এখনও বিদ্যমান। আগে নর বলি দিয়ে মাংস খাওয়ার কোন ইতিহাস না থাকলেও অদ্যাবদি পশু বলি দিয়ে মাংস খাওয়ার বিধান প্রচলিত। শত্রু বলির চুরান্ত পর্যায় হল আঁখ বলি দেওয়া। কারন আঁখ থেকে গুর এবং গুর থেকে মদিরা হয়। আর যেহেতু আঁখ গাছের মাথা মাটির স্পর্শ পেলে আবার জন্ম নেই – তাই বলির পর আঁখ গাছের মাথা ঘরের চালে ছুড়ে মারার বিধান প্রচলিত। যদিও দুর্গা বিসর্জনের পর মদিরা পানের নিয়ম আছে।

## মূর্তী –

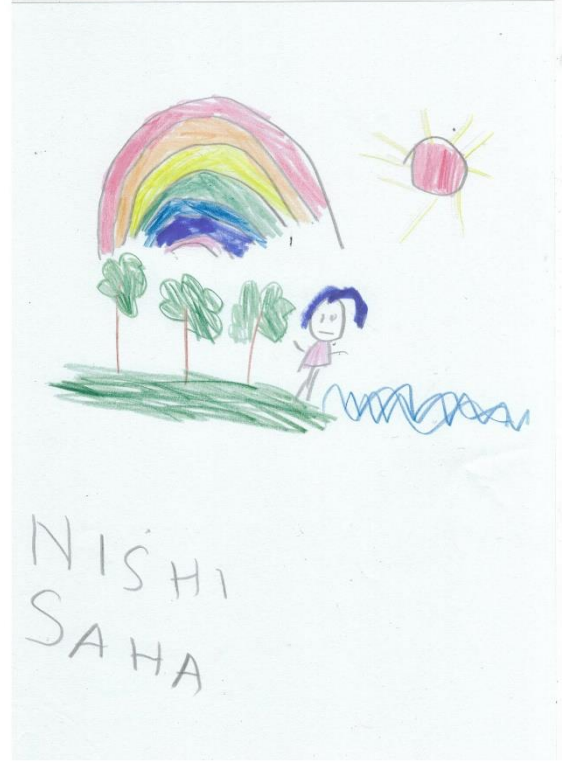
দুর্গার রূপ কেমন হবে তা মেধস মুনি জানিয়েছিলেন রাজা সুরত আর সমাধী বস্য কে। তিনি বলেছিলেন – শক্তির আরাধনা প্রতিকে হয়না। আর উনারা সেই রূপের মূর্তীতে দুর্গা মায়ের পূজা করে সিদ্ধি লাভ করেন।

কিন্তু সেই ঘট এবং নবপত্রিকা বাদ দিয়ে নয়। রমেশ শাস্ত্রীর আধুনিক পূজা পদ্ধতি মতে সবার আগে ঘট এবং নবপত্রিকা পূজা এখনও বিদ্যমান। আর আজকাল গ্লোভাল ওয়ার্মিং

নামে যে পূজা পদ্ধতি – একটু ভিন্ন হলেও  
আরাধনা এক ই।



Nishi Saha (age 5 years)



Nishi Saha (age 5 years)

## NEED A HAND WITH ACCOUNTING

Let me take things easy Accounting Services

- Tax Returns and Financial Preparation for:
  - Individual
  - Partnership
  - Trust
  - Company
- Bookkeeping
- GST Returns
- Payroll Services
- FBT Returns



**PREMANKUR ROY**  
**MOBILE: 0433 451 350**  
**EMAIL: PREMANKURROY@YAHOO.COM**

## প্রবাসের দুর্গাপূজা

শুক্রা রায়

“ইয়া দেবী সর্বভূতেশু ক্ষান্তিরূপেণ  
সংস্থিতা।

নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ।”

স্পুভিক আয়োজিত শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানে আমার একান্ত ব্যক্তিগত কিছু কথা আমি মনের অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করতে চাচ্ছি। প্রবাসের দুর্গাপূজা সম্বন্ধে আগে আমার কোন ধারণাই ছিলনা। কিন্তু আমি মেলবোর্নে বিগত কয়েক বছর ধরে আসা - যাওয়া করছি। বেশ কয়েকবার পুজোয় আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। এবারও ২/ ১ মাস আগে থেকেই পূজো আসছে পূজো আসছে বলে সবাই আনন্দে আত্মহারা। খুব ভালো লাগছে যে আমি এবার আমার মেয়ের কাছে আছি। নাতি - নাতিনী দের সাথে পূজোয় আনন্দ করতে পারবো।

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি বড় উৎসব। সকলেই সারাবছরধরে এই দিনগুলোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। পূজোর দিনগুলি সকলেই নতুন জামা - কাপড় পড়ে খুব আনন্দের সাথে উপভোগ করে। বিগত দুবছর করণাকালীন সময়ে এখানে পূজো হয়নি। সেই কারণে এবছরের পূজা একটু ব্যতিক্রম। অনেক আকাংখা আর উদ্দীপনা নিয়ে পূজো উদযাপন হবে। এবারের প্রতিবারের মতো স্পুভিকের ৩ দিন ব্যাপী দুর্গাপূজায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক মঞ্চস্থ হবে। আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ থেকে এখানেই অনেক সুন্দর পূজো উদযাপিত হয়। প্রতিটি হিন্দু বাঙালির বাড়ীতে এখন পূজোর সাজ সাজ রব। তাইতো সবার সাথে সুর মিলিয়ে আমার বলতে ইচ্ছে করছে -

“ পুজো মানে আনন্দ পুজো মানে ঢাকের ছন্দ

পুজো মনে আলোর খেলা আর খুশির মেলা -

পুজো মানেই নতুন জামা পরে ছবি তোলা  
আর নানা রকম খাওয়া দাওয়া

পুজো মানেই হই ছল্লোড় নতুন নতুন চাওয়া  
পাওয়া”

মা দুর্গা আনন্দময়ী আনন্দময়ী, মঙ্গলময়ী। মা দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করার জন্যই মর্তে আবর্তীর্ন হন। মা দুর্গা মর্তধামে আসেন তাঁর চার সন্তানকে নিয়ে। কার্তিক রক্ষা কর্তা, গণেশ বিধান কর্তা, স্বরস্বতী বিদ্যা দেবী, এবং লক্ষী ধন -সম্পদ দেবী। কাজেই আমরা দুর্গা পূজার মাধ্যমে পাই সকল শক্তির সম্মিলিত একটি রূপ। আর মহিষাসুর প্রবল রিপূর প্রতীক। তাই মায়ের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন পৃথিবীর সমস্ত রোগ বলাই দূর করে সুস্থ পরিবেশ এনে দেন! আর আমাদের দেহের পশু শক্তি কে বিনাশ করে, সমাজের পশু শক্তিকে পরাস্ত করে শুভ শক্তির উত্থান করেন।

নবমী পূজার দিন মনে হয় আর একদিন পরেই দশমী। পূজা শেষ হয়ে যাবে। মা চলে যাবেন গিরিরাজের ঘরে। তাই বলতে ইচ্ছে হয় - " ওরে ও নবমী নিশি দোহাই দোহাই হাত ধরে বলি তোরে, পোহাসনে তুই ওরে "

২৫ শে সেপ্টেম্বর মহালয়া। ঐ দিন থেকেই পূজো শুরু। পূজা কমিটির সকল সদস্যদের উপরই মায়ের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। চলুন, ঢাকের তালে, আনন্দ - উদ্দীপনায়, শ্রদ্ধা - ভক্তি দিয়ে, আমাদের যত মান - অভিমান, দুঃখ- বিদ্রোহ সব দূরে সরিয়ে সবাই একসাথে মেতে উঠি মাতৃবন্দনায়। আর আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিই শারদীয়ার স্নিগ্ধতা। অসুর নাশিনী কী? সিংহ বাহিনী কী জয়। জয় চিন্ময়ী মায়ের। জয় মানবতার।

" মা তুমি বাড়িয়ে দাও দুই হাত ,

করে উজাড় রক্ষা করতে জগৎ সংসার ...

" সবাইকে শারদীয়র অগ্রীম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।।



## OUR SERVICES

Business Conveyancing (sale & purchase of business)  
Retail Lease  
Property Law & Conveyancing  
Family Law  
Wills & Probate  
Trusts & Company Set Up  
Power of Attorney & Enduring Power of Attorney

### CONTACT

#### Bengal Solicitors

Level 3, 480 Collins St Melbourne Vic 3000  
Mob : +61 430 593 124 Fax : 03 9424 5705

Email : [contact@bengalsolicitors.com.au](mailto:contact@bengalsolicitors.com.au) | Web: [bengalsolicitors.com.au](http://bengalsolicitors.com.au)

# Amazing Race Camp

Labonya Paul (age 16 Years)

## Introduction:

My Yr. 10 camp was a very enjoyable and educational experience. It allowed me to step out of my comfort zone and take on new challenges that I wasn't expecting. This camp included two different camps, the first camp was the adventure camp, and the second camp was the retreat camp. Here, I will talk about the adventure camp: Amazing Race.

The idea of the amazing race was which team can reach the final destination first; via public transport, solving clues, and completing challenges on the way. Now the real challenge was that the first two teams that comes first and second get tents to sleep in for the night. Other teams that come third, fourth, fifth, and sixth get tarps/hutchies to sleep in for the night (which was the worst sleeping situation). The team who comes first in the whole race will get a prize and a medal.

## Day 1: Monday (22/08/2022)

On Day 1, the whole year 10 cohort was gathered at 7:30 am in the gym foyer in our school and was separated in their specific adventure camps. First, the mountain bike riders and the rafters left the school to their camps. Now the amazing race students were left in the gym. We were then separated into 6 teams with 5 or 6 students in each. However, my team was the smallest with only 4 students: Divya, Lacie, Maddie, and me. Also, a member of the 'Halls Outdoor Education' (the contracted company that was running the camp) were put into each team to supervise us in the journey to Gembrook State Forest. The

supervisor was not allowed to help us with any of the clues or challenges, our supervisor's name was Ellen. After the groups' selection, we had a quick briefing and then our race begun

Our first clue was a picture (picture of a water pump) of something around the school that we had to find. So, we all ran to the primary playground to find the water pump. When we reached there and we found a hiking pack that included rain jackets, some maps, and a compass. YAY!! The first clue solved; we then ran back to the gym to get our second clue. This next clue was about 'where cricket is played and sometimes football' we all shouted the MCG!! We all ran to Mernda station to catch the train; the path was not too long but carrying the big hiking pack and running at the same time made my legs feel like jelly. We saw the train stop at the station, but we were still far away. We sprinted and then fortunately we hopped on the train just on time. Everyone were huffing and puffing, and I collapsed onto the seats. We all had a quick drink and figured out that we have to get off at Jolimont station just right in front of the MCG.

After the 35-minute train ride we got off at Jolimont station and walked towards and eventually in the MCG. We then had to find another Halls Outdoor person in the MCG to get our next clue. We were searching everywhere around the MCG but still there were no signs of a Halls person. Furthermore, the other teams were in the same hunt but then suddenly, we saw the Halls person. In fact, we were the first ones, we quietly went towards her so that no other teams can reach her before we do. Then another team saw the Halls person and they started running so my team sprinted to her and reached her first. However, that was not the end we had to complete a challenge to get the third clue. There were 2 options, the first option was



to shoot 10 basketball shots in a row without missing. If we miss once, we had to start again. The second option was to run around the MCG finding answers to 14 questions about the MCG. Lacie decided to shoot 10 goals, but I said we should answer 14 questions. But we ended up doing the basketball shots, which was the worst option for us because we kept on repeatedly missing. We missed so many goals that we switched to doing the 14 questions (the basketball shots were a total time waste).

We again ran around the MCG answering the questions and asking the public to search up some questions because we were not allowed to use our phones. Eventually we finished the questions and returned to the Halls person to give us our next clue. When we got there, we saw that one team has stolen our hiking pack. That was fine, it meant that we don't have to do the hard work of carrying it. The Halls outdoor person checked our answers and gave us our third clue.

This third clue was about 'a red steam train' then Lacie suggested it could be puffing billy, and it was puffing billy and it is located in Belgrave. Therefore, we made our way to the station and figured out by looking at the train route map we needed to catch the Belgrave line from either Flinders Street station or Richmond station (which was Ellen's idea). Everyone was saying to go on Flinders Street station because no one felt like running to Richmond station. I felt like we should go to Richmond station so we could catch the direct Belgrave line train. However, it was 3 against 1, so I had to agree to go to Flinders Street station. We reached Flinders Street station and checked when our train will come and found out that the Belgrave line train will come in 26 minutes. I was not happy but what can we do, it is what it is, so we ate

some lunch, had a toilet break, and waited for the train to arrive.



One the way to Belgrave

Soon the train arrived, and we all hopped on for a 45-minute ride to Belgrave. I took some photos on the way, some of us fell asleep. I saw the wonderful transition from city to forest. After some time, we reached Belgrave and I was so amazed to see that there is a train station in the biggening of a forest. There were trees everywhere and few houses between ridges and trees.

Our fourth clue was given to us, it was about 'a long walk to a stream' obviously we knew nothing about this clue because we knew nothing about Belgrave and where things were. Moreover, our hiking pack has been stolen, so we also don't have our maps to guide us. Ellen showed us the way since we had no resource to figure out where we needed to go. We finally got to the place where our next challenge was waiting for us and only after completing that challenge, we will get our



### Belgrave station walking to puffing billy

next clue. The challenge was that there were 2 buckets inside a rope circle, the big bucket was empty, and the small bucket had water in it. The challenge was to pour the water into the big bucket without touching any of the buckets and not crossing over the circle. We failed the first time by pouring water outside of the bucket, and then I quickly ran to a creek filled it up and ran back to complete the challenge. We then succeeded the second time though it wasn't the correct way, but we still made it.

Our coordinator Ash wasn't looking forward the method we used but since we were tired and exhausted. He let us go and gave us the fifth clue. We also got our hiking pack back, so we were able to use the maps and compass to figure out the fifth clue. We used the map to guide us where our first half of the race will end which was 'Grant Picnic ground'. So we had to walk another 2.2km in the forest to get to the picnic ground and I was the navigator for this hike.

After the huge walk through the forest, all 5 of us reached the picnic ground where all the other teams were waiting for us and unfortunately, we came last. But luckily, we reached the picnic ground on time just before the rain came pouring down. We were supposed to do a challenge but since my team was last and it was raining, we

ended up not doing it. There all the 6 teams were under a shed waiting for the bus to pick us up and take us to the camp site. When the bus arrived, we all hurried into the bus and drove off to the campsite and eventually reaching the campsite. There we walked deep into the forest finding a suitable ground to camp for the night and thank God the campsite had bathrooms. After that, the Halls people handed out the tents to the winning teams and hutchies to the other remaining teams. Unfortunately, we got hutchies and there were 7 girls in one hutchie, and I got the end of a hutchie which was a pain.

After setting up the hutchie it started hailing. We all had to stay inside, and everything was getting soaking wet since I was on the end. I was getting more wet, not only that but there was a hole in the hutchie sheet above my friend Divya's side. Well after the rain stopped a bit, we all got out to wear the rain jackets and prepare dinner. All the food were supplied by the 'Halls Outdoor'. We just had to make the food and menu was pasta. We all worked as a team cutting the vegies and finally cooking everything. By the time ate dinner it got pitch black outside and had to use head torches.



### Our path to 'Grants Picnic Ground'

After dinner and dessert, we all headed towards a shed that was near us and spent some time-sharing jokes and doing fun

activities with the Halls people. I must say the Halls people have a good sense of humour. Anyways, it was time for bed, we all headed to our hutchies and went to sleep.

## Day2: Tuesday (23/08/2022)

That night I had a very inconsistent sleep because of the rain and hail, everything was getting wet, my swag, my sleeping mat, sleeping bag, and me. However, I wore so many layers that I didn't get cold but had to wake-up early morning around 4 or 5 to dry myself off, same as my friend Divya. After that we didn't go to sleep, we decided to stay awake, stay in the bathroom because it was dry and to get organised. Soon everything started to get brighter, and everyone started to wake-up by that time Divya and me were dressed and ready to go. We returned to our hutchies to just roll-up our sleeping bags and take down the hutchie. After pack-up we had a bit of breakfast which was just fruit bread, wasn't the best but just dealt with it.



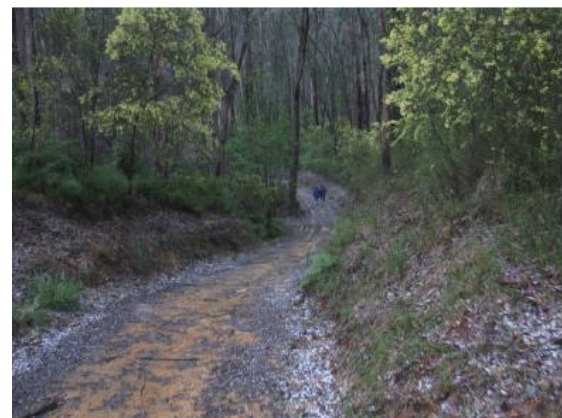
Our bushy pathway

When everything was done, we had to resume amazing race by completing challenge which was getting the specific colour balls as fast as fast as we can blind folded one person at a time can enter the circle. Our team's colour was purple balls.

We all collected all the balls as fast as we could, still ended up last but that's ok. We once again started the race, but before we left, the Halls people provided all the groups with 1 radio device to communicate if an emergency occurred. This time our supervisors was no longer going to be with us, but we had a teacher, Miss Smith. Then we set off to win the race and we were given the next clue, where our maps will be needed. A Halls person kindly showed us the path.

We went through the bushes and encountered many different hard situations that we had to cross.

Our path was very lengthy, but we kept on walking because we had no other choice. Somewhat it was relaxing walking through the forest and experiencing rain and hail.



Our walk-through rain hail

After the long hike, we finally reached Kurth Kiln track where our next challenge was waiting for us. This challenge was to cook damper by creating a campfire with a flint and stick which had no time penalty. Use of firelighters a time penalty of 5 minutes each chonk, match sticks a time penalty of 2 minutes each stick, or cotton balls a time penalty of 1 minute each ball. The only problem was that everything was wet that's why the fire wasn't catching with the flint and stick. We used 2 match sticks, 2 chonks of firelighters and wood. It worked,

we made a small fire and I have to say it wasn't easy getting a fire happening and maintaining it was hard. We did it and managed to cook the damper, I tried some, it wasn't bad in fact it was taste-less.

After we completed this challenge, we got our seventh clue which was a location, and the location was 'Shipwreck Falls'. I found Shipwreck Falls on the map and I navigated my team through the path. It was another long walk, we even got lost at one point, so we had to communicate through radio with the Halls people. Ash found us and showed us the pathway. We again started walking and eventually reaching Shipwreck Falls, where we had wraps for lunch it was tasty.



Creating the campfire cooking damper

At Shipwreck Falls we had to do an activity which was caving, and I was looking forward to this activity but no one else wanted to do it so I was the only one. Therefore, rest of the people went back with Mr Delaney, and I stayed back with Miss Smith and Divya. Divya didn't want to do it, but I forced her to come down to the entrance of the cave. I went caving with a Halls person and it was super fun and terrifying at the same time. After caving, Divya, Miss Smith and I walked back where we cooked damper, where everyone will be picked up by the bus to go back to school. After the long walk back to the campfire place, we returned everything that was

provided to us. We were picked up and drove back to school. In the end our team didn't win but it was not just about winning it was about finishing the race and what we learnt in the race.

### Conclusion:

This camp was definitely an experience to remember from Yr. 10. I learnt many different leadership and life skills such as teamwork, speaking up if something doesn't feel right, reading a map, and communicating on a radio device.

## The Earthquake

Abhay Aranya Dutta (age 11 years)

In the lush rainforests of Bangladesh, there was a boy who lived with his Grandmother. They were eating the usual bread and sugar breakfast when everything started to shake. "Grandma, help!", the boy cried, but there was no response. That's when the ceiling came tumbling down. The boy felt a sting of bricks, and gradually blacked out, until his world blacked.

The boy awoke from the rubble expecting to have cuts and bruises, but he was flabbergasted to see that he was fine. He tried to call again. "Grandma!? Where are you?!" he cried. No response. He tried to lift up the bricks, but there was no use. He would be stuck here for a while. Or would he? He heard the peeling sound of an ambulance, hoping it would be for him. Without a sense of time, it felt like the ambulance was hours to come, though it was just across the road. Finally, he felt the bricks easing off him and he saw the Emergency crew, which looked like it had an antique car. That's strange, he thought, but this was a crucial part of his thoughts.

“Vwere iz a boye!” a voice called. It sounded like a different accent.

He was soon out of the rubble and on to the ground. This looked nothing like the lush rainforests of Bangladesh! It looked like a city, with lots of cars and buildings. He read a sign which read “Tour Eiffel” He was certainly not in Bangladesh, right? That’s when he saw a couple dancing. He wondered who they could be. So, he raced over and went to see the wedding sign. It read her grandmother’s name!

He found some clown clothes left by someone on the street and decided to disguise himself. “Hello” he exclaimed to her supposed grandmother. “I didn’t know we hired a clown! Do you know about this?” her supposed grandmother asked the expected husband. “No, I did not.” The husband replied. The boy continued, “Excuse me, what year is it again?” He thought maybe this was like her daughter. “Why would you want to know?!” defended the Husband. “Just tell him the year. He probably didn’t go to school.” Reasoned the bride. “The year is 1948”

He was shocked at what he had heard. How could he not have known?! The antique car, the buildings, his grandmother being young, it all now made sense. Then he realised that the husband is just his late Grandfather! He wanted to get out of this mess, like a rat in a cage. He felt trapped, and he needed to escape.

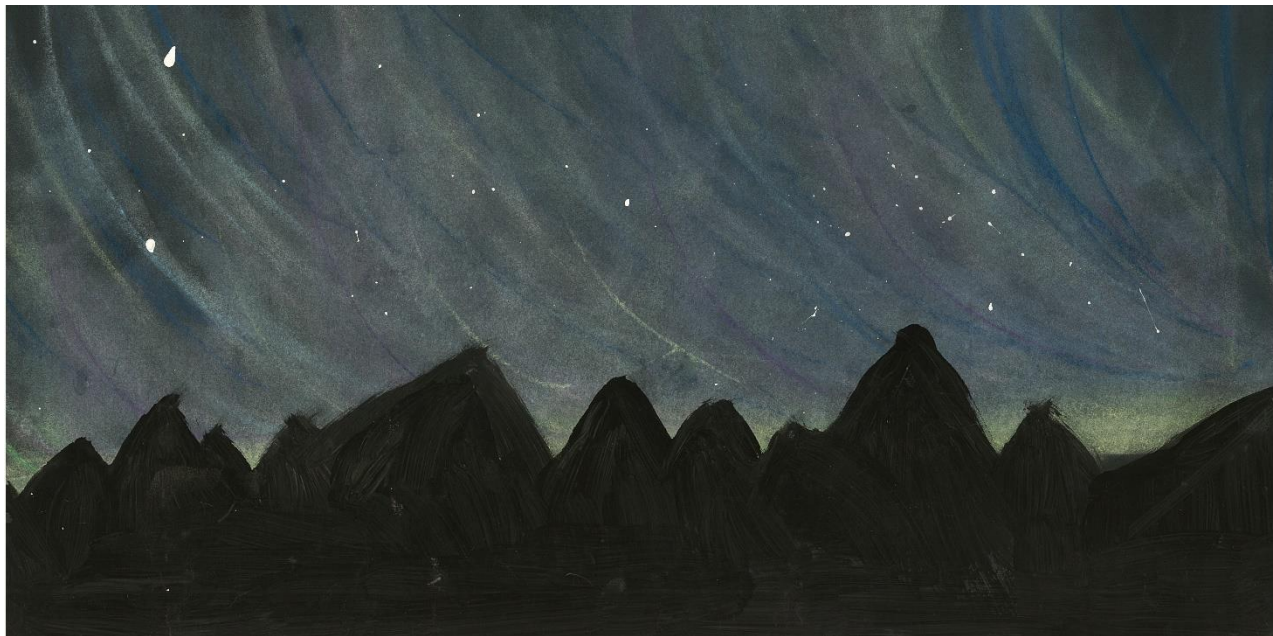
He then thought of a great plan. He guessed that when the rubble fell on him, he died, and he got transported to the same problem that caused his death, in his new body and in 1948. He just needed to die, so he’d be sent back to the present. It was convoluted, but it could work. So, he looked on a local map and found a cliff.

“Hello” he told a local taxi, which were just invented. “I need to go to this location.” He

pointed at the cliff on the map. “Are you suor? Do you have any monee?” This accent was strange. “I will pay you back later, I promise” reasoned the boy. So, the boy was taken to the cliff. This was it. 3...2...1...JUMP! He started free falling through the air, plummeting towards the ground as it seemed to get closer and closer. And...SPLAT! He had landed. This time his world blacked instantly, and it felt like getting stung by 50 bees and also if you were allergic to them. He woke up, and he was surprised to see that he was in bed! He came downstairs, where he could still see the rubble in the living room. Yep, this was definitely Bangladesh. When he came to the kitchen, he saw... GRANDMA! He did the fullest hug he ever did in his life. Grandma replied, “WOW, Arjun, you were in a coma for weeks! No-one thought you’d ever wake up.” He smiled, wow, she has no idea, he thought. When he realised, he’d never be able to pay back the taxi driver.



## Some Art work



Painting by Aditri Saha (age 9 years)



Painting by Mrittika Sarker (age 14 years)



Painting by Drissha Das (age 10 years)



Painting by Aarohi Saha (age 5 years)



Painting by Sapneil Sarker (age 12 years)

## Durga

Ira Sen (age 7 years)

This is Durga. She is a mother goddess of power, strength and protection. Durga uses her legendary powers against evil. She was found in the Indus Valley civilization in an ancient Hindu culture. She has ten hands!

She has a mount which is a Lion. Mahishasura is a half Buffalo demon who asked Brahma to have immortality because he was very pleased of Mahishasura's devotion. Then Brahma said, "I can't give you immortality," Mahishasura got mad so, he played a trick on Brahma and said, "Actually, it is okay that I didn't get immortality, but can only women kill me?" He said that because he thought women are weak to him, but he never thought that

women could be strong like men, and Brahma granted the boon and Mahishasura was very happy and if any women from heaven came near him, he would kill them. Then, luckily Durga came and she was very brave and strong and killed Mahishasura! She saved the day!

Mahishasura learned his lesson which is not to bully each other and say that they are weak.





# Pianist-Composers: An In-Depth Analysis

Ahron Sen (age 14 years)

## Preface

Pianist-composers possess the captivating ability to reawaken our hearts and shape the trajectories our lives follow, with a curiosity that knows no bounds, an innate longing to venture into unexplored territories, and an ocean of thoughts and ideas to guide their pianistic endeavours. Every pianist-composer has a unique approach to features such as the implementation of compositional techniques, musical expression, and interpretation, which are notable examples of defining characteristics that distinguish them from one another. This paper has been shortened for brevity, and briefly details Frédéric François Chopin, and provides an analysis of his Prelude in E minor (Op. 28, No. 4). An overview of Sergei Vasilyevich Rachmaninoff's, and analysis of his 'Prelude in C-sharp minor' will be provided in the complete paper. In addition, my personal journey as a pianist-composer will be included, and the analysis of my original composition 'Love's Memory'. **Frédéric François Chopin**

Frédéric François Chopin (1 March 1810 - 17 October 1849) was a leading pianist of the Romantic period, marked by an emphasis on originality, emotional expression and freedom, and experimentation with form. **Figure 1** provides a photograph of the pianist-composer from 1849. The Prelude in E minor (Op. 28, No. 4) is included in Chopin's 24 Preludes (Op. 28), with one written for each of the 24 musical keys. A

prelude was initially defined as an introductory piece of music. However, Chopin defied this meaning, with each of his 24 Preludes (Op. 28) expressing their unique ideas and emotions, providing a layer of distinction between each prelude forming the set. Chopin did not name each prelude, meaning that the pianist-composer may have wanted the compositions' emotional character to be determined by their structural content. In addition, the pianist-composer requested for the piece to be performed at his funeral. The right hand performs a descending chromatic melody line while bringing down the left-hand triads. **Figure 2** showcases the sheet music as a reference point:

## Structural Characteristics

The first musical direction in the composition is 'Largo', indicating that the prelude should be performed slowly and with dignity. The piece begins with an octave before it opens its heartfelt letter quietly, with the performer playing an E minor chord in the left hand, which is in the first inversion. For four bars, the right-hand



**Figure 1**

alternates between the notes B and C.



Figure 2: Chopin's Prelude in E minor (Op. 28 No. 4)

Afterwards, the B flat acts as the transition note between the B and the A. The left-hand makes its chromatic descent throughout the whole piece while providing the harmonic framework for the single-note melody. These aspects make the audience feel as if the composition is “sinking” under the weight of its melancholy yet trying to blossom with a lingering hope. One instance where this hopeful character is expressed is in the seventh bar, which is located in the first half of the piece. In the second half, the opening section returns with a newfound intensity especially emphasised in the sixteenth to the seventeenth bar. This section is where the composition is marked as ‘stretto’, defined as performing a musical passage faster than usual. It unexpectedly attempts to escape its morbid fate by defiantly leaping a minor sixth from the melody. Once more, it rises by the same interval in the latter bar to reach a C, which is the highest note in the piece. This registral peak corresponds with the dynamic marking ‘forte’, meaning

to play loudly. This conflict between a mournful and hopeful character adds sincerity to the story the music seeks to tell. However, the piece fails to overcome its doom and accepts its fate, slowly dying away towards the composition’s conclusion, indicated by the musical direction ‘smorz’ (an abbreviation for ‘smorzando’), before reaching an unforeseen silence. The piece’s conclusion is performed in pianissimo, with two chords played in succession to the resolution, which is the E minor chord in root position, before tapering off. The prelude’s long-lasting suffering has ceased.

## Sergei Vasilyevich Rachmaninoff



Figure 3: Sergei Vasilyevich Rachmaninoff (1921)

Sergei Vasilyevich Rachmaninoff (1 April 1873 - 28 March 1943) was one of the best representatives of Romanticism in Russian classical music and was a pianist, composer and conductor. The Prelude in C-sharp minor is included in a set of five piano pieces, given the French title 'Morceaux de fantaisie', meaning 'Fantasy

Pieces' in English. The prelude itself is also referred to by the less common name 'The Bells of Moscow', due to the recurring A, G sharp, and C sharp theme present throughout the composition. It is written in ternary form (ABA) form, a three-part musical framework consisting of an opening section, the following section, and a repetition of the first section. Figure 2 showcases the first page written music for the Prelude in C-sharp minor.

## Structural Characteristics

The prelude's first section begins with the A, G sharp, and C sharp musical motif performed in 'fortissimo', meaning to play very loudly. Single notes are played in the right hand, and octaves are played in the left hand so that the sound produced can be distinctively loud and resonant, similar to the sound of ringing bells. Afterwards, chromatically structured triads are performed in pianississimo (defined as very, very quiet) in both hands to respond to this ominous signal. They emphasise the conflict between hopefulness and gloominess, demonstrated by the contrast in expression from the fifth to the sixth bar, where the triads played in the upper register uplift the audience. The prelude's second section is titled 'Agitato', meaning to perform in an unsettled manner, and starts with heart-sinking triplets performed in the right hand. The left hand provides harmonic support, performing one and two-note melodic lines. The second section then transitions to interlocking chordal triplets. They gradually increase in intensity in the climactic buildup to the recapitulation of the first section, which is written for four staves to accommodate a larger volume of notes, before ending on a seven-bar coda, which is written as mezzo forte at the beginning (meaning half-loud), before ending on a very, very quiet note, symbolising that the composition may have

only delayed the path towards its inevitable doom.

Prélude in C# Minor  
Сергей Васильевич Рахманинов Opus 3 No. 2 Sergei Vasilievich Rachmaninoff (1873 - 1943)

Figure 4: Rachmaninoff's Prelude in C-sharp minor (first page)

## Ahron Sen

As a modern-day pianist-composer, I take inspiration from personal experiences that have left an unforgettable impact on my life, in addition to compositional techniques structuring pianistic masterpieces by pianist-composers such as Yann Tiersen, with his minimalist approach to music creation, with a notable example of a composition being 'La valse d'Amélie', which consists of a repeated left-hand figure, and a one-note melody performed in the right hand. This single note melody transitions to a triplet pattern throughout the piece. Another pianist-composer that inspires me is Luke Faulkner, with his distinctive, luscious melodies. An example is his waltz titled 'Silhouette', which can be divided into three sections: an opening

melody, a brief middle section with an undulating texture (smooth rising and falling form), and the return of the opening section, but reharmonised against an ascending bass-line.

I wrote a composition titled 'Love's Memory', which is currently in its first stage of development. It was inspired by mundaneness of everyday life. The opening duplets provide a subtle reference to the piece's central theme.



Figure 5: 'Love's Memory' by Ahron Sen

They should be performed with an ethereal touch and expression to serve as a heartfelt introduction to the composition. The following section consists of a waltz figure performed in the left hand, while the right hand performs a one-note melody to emphasise the loneliness we may feel managing our struggles in our day-to-day life. Afterwards, the left hand continues the exact waltz figure, but the right hand starts playing octaves instead of single notes,

producing a richer tone. The repetitiveness symbolises how each day can be similar to one another, acting as the foundation for the pleasant surprises that occur in our lives. The variations of the central theme represent these unexpected events and seek to express the relentless passage of time. Finally, the duplets are reintroduced, refocusing the audience's attention and providing a clear connection between the piece's introduction and conclusion.

### Bibliographical Citations

1) Viner, F. (2020). Analysis | Chopin: Prelude in E-minor, Op. 28 no. 4 [Video]. Retrieved September 18th, 2022 from <https://www.youtube.com/watch?v=iDr2v9VvYj8>

2) Preludes (Chopin) - Wikipedia. (2022). Retrieved September 18th, 2022, from [https://en.wikipedia.org/wiki/Preludes\\_\(Chopin\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Preludes_(Chopin))

3) Prelude in C-sharp minor (Rachmaninoff) - Wikipedia. Retrieved September 19th, 2022, from

[https://en.wikipedia.org/wiki/Prelude\\_in\\_C-sharp\\_minor\\_\(Rachmaninoff\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Prelude_in_C-sharp_minor_(Rachmaninoff))

4) Hang Xu. (2019). Analysis of Rachmaninoff's Twenty-four Piano Preludes and Research on Language Characteristics of Music [Ebook]. Retrieved September 19th, 2022, from [https://webofproceedings.org/proceedings\\_series/ART2L/CLLA%202019](https://webofproceedings.org/proceedings_series/ART2L/CLLA%202019)

/CLLA093.pdf

## UNUSUAL MUSIC

A collection of unusual facts about music.

### SUBHAJIT CHATTOPADHYAY

*Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy. Music is the electrical soil in which the spirit lives, thinks and invents -- Beethoven*

Who does not love music? It is something which relaxes our mind and soul. Music has originated thousands of years ago and with the evolution of music, different instruments were invented based on different cultures and geography. Musical instruments like Piano, Guitar etc. became very popular and are known to most of us for their beautiful sound, flavour and texture. But there are some unusual instruments, some of which you might have seen or heard but did not know the unusual thing about that and some of the myth we have for musical instruments you might not have heard or seen ever. There are many interesting facts which I am going to share today. I hope you find this article interesting.

## Toha

This is an unusual and exotic instrument called Toha or the Totem Harp and is an instrument which has been created by Victor Gama. This instrument was inspired by the sociable weaver birds of Southern Africa that build their nests in big bundles of closely knit communities. The Toha has 44 strings divided into two sections of a diatonic scale with three octaves each. The two musicians facing each other can play it using the tip of their fingers or their nails while weaving together a piece of music they themselves create.

As an instrument that can be played by two musicians each has a set of strings with the same tuning on each side of the

instrument. It has a beautiful sound and is one of the most unique musical instruments in the world.



## Musical Road or Singing Road

This is an interesting one. There are few roads in various countries which I will mention which are called musical road or singing road. A musical road is a road or a specific portion of a road which when driven over causes a tactile vibration and audible rumbling that can be felt through the wheels and body of the vehicle. Interestingly, this rumbling is heard within the car as well as the surrounding areas, meaning anyone near the road can also hear them while the car passes through the portion and all of the rumbling is heard in the form of a musical tune.

There are musical roads in many places like Denmark, Hungary, Japan, USA, Indonesia, South Korea, Iran, Taiwan and China. There was also one in Netherlands called the Dutch, "Singing Road" but it was

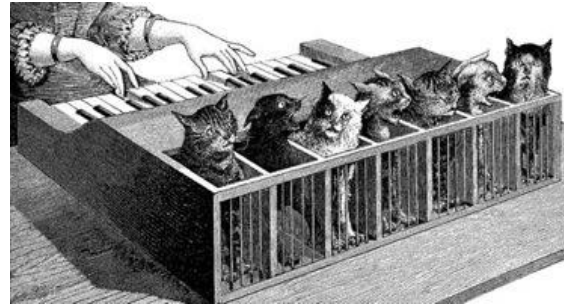
silenced after the villagers complained who used to live nearby.



The first known musical road, the Asphaltophone, was created in October 1995 in a place called Gylling in Denmark. The road is made from a series of raised pavement markers spaced out at intermittent intervals so that as a vehicle passes over the markers, the vibrations caused by the wheels can be heard inside the car.

## Cat Organ also known as Cat Piano

The Cat Organ or the Cat Piano is a hypothetical musical instrument which consists of a line of cats fixed in place with their tails stretched out underneath a keyboard so that they cry out when a key is pressed. The cats would be arranged according to the natural tone of their voices. Very brutal, Isn't it?



Well, there is no official record of this instrument actually being built but this hypothetical bizarre concept has been described in literature. It is something similar to Piganino which is an instrument using pigs and which was actually used to criticise the poor.

This instrument was described by the French writer **Jean-Baptiste Weckerlin** in this book *Musicians, extraits d'ouvrages rares ou bizarres* (Musicians, descriptions of rare or bizarre inventions).

## Đàn Tre

The Đàn Tre, which translates as “bamboo musical instrument” is an especially unusual instrument as there are only two in the world, made by Vietnamese refugee Minh Tam Nguyen to give himself a



creative outlet in the labour camp he had been sent to. A fusion of European and Asian musical traditions, it is made from

recycled materials found around the camp: a bamboo tube; a four-liter tin of olive oil that amplifies the sound traveling down the tube; and 23 strings made from the inside of a United States army telephone cable.

*The best way to learn is through the powerful form of rhythm—Wolfgang Amadeus Mozart*

## Erhu

The Erhu is a two-stringed bowed musical instrument from China more specifically a spike fiddle which is also known as Chinese two-stringed violin. Many of you might have heard many street performers play this instrument in various places around Melbourne.



It is used as a solo instrument as well as in small ensembles and large orchestras. It has a typical sound and flavour. Its a very versatile instrument as is used both in traditional and contemporary music.

The origin can be traced back proto-Monoglic instruments which first appeared in China during the Tang Dynasty. It is said to have evolved from the Xiqin.

Now comes the interesting part. Its characteristic sound is produced through the vibration of the python skins by bowing which forms the cover of the resonator or

the sound bound. This instrument does not have a fingerboard. The horse hair bow is never separated from the strings as it passes between them as opposed to over them.

## Aeolus Acoustic Wind Pavilion

Aeolus is a 10 tonne instrument created by Artist Luke Jerram. Long wires stretch from poles to a large metal arch.



Each wire vibrates in the wind; the sound is then amplified by pipes. The result is an eerie, pulsing sound like a minimalist piece of music by composer Steve Reich in which tones come and go depending on the wind.

## The Vegetable Orchestra

The Vegetable Orchestra is an Austrian Musical Group who use instruments made entirely from fresh vegetables. Very unusual isn't it?



The group was founded in February 1998 in Vienna and it consists of ten musicians, one cook and one sound technician.

The instruments are constructed with carrots, celery, zucchini, squash, peppers and few other vegetables before the performances take place. The sound is amplified using some special microphones. After the performances, the leftover vegetables and off-cuts are cooked into a soup for the audience.



They have invented more than 150 types of instruments like carrot xylophones, radish bass flute, pumpkin drums, leek violins, onion maracas and many others.

I hope you liked all the things that I had shared with all of you today. I am sure, all of you are questioning, are there many such and to answer you all, there are plenty and covering them is beyond the scope of this article but if you have loved these unusual things which I shared here, definitely search them in YouTube to see how they sound and I am sure you will be more than amazed.

I am logging off now and see you all in our next publication.

Call Us Today On **0470550119**

Professional Accounting | Tax | Consulting | CFO Services  
for Individual and Businesses



#### What We Do

- ✓ Tax Returns for Individual, Sole Trader, Company and Trust
- ✓ Business Structuring & Formation
- ✓ Business Start Up Support
- ✓ Bookkeeping & Payroll
- ✓ Accounting System (Xero, MYOB, QuickBooks etc.) Set Up & Automation
- ✓ GST, Super, BAS, IAS
- ✓ Business Buy/Sell Support Including Due Diligence Check

#### Prabir Deb

+61 0470550119  
pcdeb.im@gmail.com  
prabir@edgeadvisoryservices.com.au



# CRICKET: THROUGHOUT THE AGES

Somdeep Bhattacharyya (age 13 years)

## Introduction

Did you know that the first match of cricket ever played was in 1646 when a group of young boys saw that the grass was so short, they could roll a lump of wool on it. Then they made the wool into a ball and hit it with a stick. Now obviously we don't roll wool and hit it with a stick anymore, and if you do, well that's not really cricket now, is it? How has this changed so much? It's been changing for almost 4 centuries, yet still has new rules coming out, if you want to find out why, then you better keep reading.

## The generations of cricket

Cricket has been a staple of the sports industry for centuries, in fact cricket is the 2nd highest viewed/supported sport in history with a whopping 2.5 billion cricket fans roaming the earth. Teams have been supported for many decades and fanbases have changed every generation. For example, if you asked an older adult what cricket format they like. They're probably going to say test cricket. Whereas if you ask a young adult, teens or kids, they will most likely pick T20's. However, let's discuss why this stereotype is so correct. The main reason is that most of the adults didn't have T20 cricket and some of them didn't even have ODI cricket in their era since test cricket was the only form of cricket they could watch. It has stayed like that because once something is your favourite, it is hard to leave behind. Every time I even ask my dad, he always says test cricket is the best, for me its ODI's though. Throughout the generations, cricket gets

more and more important, but so do the rivalries. I support the Australian cricket team, whilst my dad supports India, this leads to some 5- star banter and friendly laughs. If Australia wins, I laugh in my dad's face and if India wins, well it's the other way around.

## Back Then VS Now

Every type of cricket has immensely changed throughout time, but test cricket has been affected by this the most. Back in the 60's,70's and 80's, pace bowlers just had one job. To terrify the batsman with their horrific pace, bowling high 140's that swing. Pace bowlers didn't have as much variation as they do now and just keep bowling amazing deliveries. Some pace greats were David Lillee, Miachel Holding and Andy Roberts all being extremely fast and dangerous. Nowadays pace bowling has evolved with different variations like leg and off-cutters (when a pace bowler makes the ball move one way after it bounces) and the outright speed has decreased a tad. Cricket is a competitive sport but not as much as it was back then. Now there is more team spirit, friendliness and less aggressive attitudes. In the olden times sledging (unfriendly banter) was a big issue which later started getting penalised. ODI's used to be played with 60 overs and one innings, each day... so it wasn't even an ODI. The scoring of runs has also changed as the skill gap keeps getting bigger, more runs are being scored. An ideal match-winning score in ODI's used to be 230-250 but now it's 350-380. This just shows that the batting and bowling skill gaps are increasing.

## The laughs and giggles of cricket

Even though cricket is a posh sport, there are many historic moments which are just so funny. From unorthodox batting/bowling styles to hilarious falls and bumps, when it comes to cricket, the comedy just never stops. So, as this serious talk nears its end, let's finish it off with some fine laughs and smiles. As you hear the word "unorthodox" and know a few cricket players, one of them comes to mind. The one and only Steve Smith. Smith is an amazing player who plays till this date for Australia. If you pictured a ballerina who was very twitchy and weird but was amazing at cricket. Well, that's Steve Smith, a good athlete but an even better entertainer. His style of batting is very different to other players. He starts off wide of middle stump then as the bowler sprints in, he shifts to middle stump. This just looks obscure and different. Even when he leaves the ball it is the funniest

thing ever. He is like an energetic dancer jolting across the pitch. Here are a few examples....



Steve Smith doing unorthodox leaves and dancing around against England.

Thank you everyone! I hope you enjoyed this trip down the memory lane and I'm sure your love for cricket will never end so as mine.

## Diary disaster

Meghraj Paul (age 10 years)

WOW this diary has a gratifying cover I want it" I mumbled to myself, my voice echoed around the musty, old shop. I just loved the cover "your wish is my command". It was so intriguing. I slowly turned around to see the shopkeeper who was an old man with gold teeth, a glass eye and several scars on his face, sitting down at the counter swinging on his rocking chair. Just looking at him gave me eerie shivers up my spine. I was quiet as a mouse as I quietly walked over to the counter as the floor under me gave out a scratchy creek. I reached the counter and slid the; thick diary over to him. He grabbed it aggressively and asked "What's yee

name fellow shopper's name" in a southern eastern accent.

" My name is Meghraj" I replied

"Well Meghraj BEWARE when writing in this book, as troubles lay ahead, write in this monstrosity if you dare" the mysterious man warned, "hahaha good joke but, I'll still buy it" I replied again crying out in laughter.

I drove home thinking about what the old man said. What did he mean when he said troubles lay ahead?

I entered Macdonald's drive which is the bumpy old street I live on. I stepped on the

accelerator and my car took off in an unexpected jolt of speed. I slammed on the brakes , my car stopped in a jolt and almost tipped over. *I parked my car on the driveway and "CLUNK" jammed my rusty, old key into the lock on my door.*

When I walk into my house I take off my backpack and pull out my new diary as I feel the fresh, rubbery leather cover. It still had that odour that newly made leather has. Because of the cover on the diary I used it to write my wishes and dreams. I grabbed a black ballpoint pen and started to swiftly scribble down my first wish. My most wanted wish was to get a luxurious off-road SUV. So it would be easier to drive and it's cool how you could take it off road as well. "Swoosh, Swish, Sparkle" the next morning I abruptly woke up hearing weird fairytale-like noises coming from outside my house. I put on my comfy, luxurious light green avocado oodie along with my matching super warm avocado slippers *and I walked onto my driveway.* To see a glistening, white Range Rover Discovery parked on my driveway I paced around this mysterious car inspecting it, my eyes filled with sparkles. The car came with an electronic key and a gold trimmed note that read " This is one of the wishes that you wanted and your wish is my command, but beware as each wish has a consequence" The letter read. "Oh my God, I can't believe the wish I wrote in the diary came true, I never thought this would happen in my whole life" I bellowed, springing up in the air to high-five the sky. My neighbours suspiciously started to stare at me. I read the note on my new car and I thought about what could possibly go wrong with my car. It's a brand new car, there's obviously no problem. I'll still get it checked by the mechanic before I go to work. I drove to the mechanics to get my car checked because I was still shaking in my boots from what the letter had written on it." All done sir, your car has no problems, it's a totally

brand new car" the mechanic assured me, his advice gave me more confidence while driving my new car.

I finished making the last sandwich at subway where I work and started to head to my brand new car. Only to see that my car had been stolen, then I realised that it was too good to be true. Maybe the book gave me my wish but it took it away as soon as it gave it to me, maybe this was the consequence. I spent the next dreadful hour sadly trudging home in the sizzling heat of a Friday afternoon, on which I'm supposed to be happy about the weekends. When I reached my house I walked in dragging puddles of sweat along with me. I sat down to relax and turned on the news. Bright pixels shone in my face as I got the most shocking news of my life: my new magic car was used for a bank robbery on High street in 18th Avenue. My jaws dropped to the dirty, carpeted floor as I watched video footage of 3 heavily armed robbers exiting the city bank and driving away in the same Range Rover Discovery. The panic took control of my body as I sat there completely paralysed by shock. " Oh no, oh no, they'll track down the number plate and find my address. I'm going to be a criminal, I'll be rotting the rest of my life away in a prison cell, OH NO" I mumbled to myself in a trance.

I rushed to get my book and sat down to make my 2nd wish. I got another pen and started to write in the book." I wish the police force doesn't track my number plate and they catch the real crooks who robbed the bank, `` I read after writing my wish down in a rush. I kept on reading out my wish and praying to god that it would work. When suddenly I heard a knock on the door, not a soft "can I please come in" knock but a "open the door immediately or we will break it down" sort of knock. " This is the United Nations police department

and you are under arrest, come out with your hands up" a hoarse voice from outside my house threatened. I slightly cracked open a window and started screaming over the police officer yelling into a microphone " I am totally innocent, those robbers stole my car and used it for the robbery" I pleaded in innocence. " This is our last warning to open the door or we will have to break it down" He yelled back as if hadn't heard what I just said. I Looked into his cold blue eyes as he gave me a death glare "**CRASH**" I heard the splinter of wood.

Five (5) men barged into my house and pinned me down to the ground, everything was blurry after that I remember being loaded into a black truck and taken to a cold, grim place. " Fresh meat, Fresh meat" I kept on hearing everyone around me shout. "Ohhhh" I groaned. Waking up the next morning I saw thick concrete walls covered in dirt and grime all around me. Where was I? I kept on thinking to myself, was I dead? Was this hell because it sure didn't look like heaven. Then a light bulb clicked. I was in jail. I JUST KNEW THIS WOULD HAPPEN. I stood up and heard other prison inmates banging on their metal cell doors, it was as if they were going crazy. I even saw one of the inmates banging so hard that he was bending the metal bars."Briiiiiing" a sharp shriek rang through my ears a prison guard walked through the hall banging on all of the cell doors with his dark black baton "clank" "clunk" "dinner time you dirty old criminals" he insulted stomping past me. He too gave me a dirty look just like that officer outside my house. What is wrong with the police force is that literally every police officer is giving me dirty looks. It just made me want to scream, but in my head obviously."Briiiiiing" the sharp shriek came again, 'thonk' the cell door zoomed open. All of the inmates walked out as if they were being forced to have dinner, I sheepishly walked through a crowd of giant bodies

pushing and shoving through rough elbows. I sat down at the dinner bench with cold, hard mashed potatoes along with gooey string beans." I guess this is my life now living my life rotting in jail."HUAHh" I sighed. Wait I had an idea what if I get my diary back and write another wish I might get away. If I ran away to another country they would forget about me. After dinner I went to sleep excited about tomorrow. Wake up everyone, time for your morning exercise. I leaped out of bed, yawning my lungs out.

Everyone was out on the yard running laps and doing push-ups. I went up to one of the officers and told him that I had an emotional support diary at home that I needed. After I finished explaining this to him he just ignored me. Even after 10 minutes of explaining he wouldn't budge. I just kept on annoying him until he randomly started shouting " Ok fine I'll tell someone to go to your house to get it, so just shut up and stop annoying me!".

"Ok sheesh, my guy calm down" I kept on repeating trying to calm down this raging beast.. A few long hours later when I was getting ready for bed a guard marched into my cell and dropped my diary onto the floor and stomped out. I didn't want to seem so excited or other prison inmates would become suspicious of what's happening. so I just crept up to the diary and picked it up, doing a silent hooray in my mind. I flicked through my diary vigorously trying to find the pen I slid in there, ' Huhhhh it's not here I guess, must've dropped out when they were getting the book".

"Ahhhhh" I screamed and yelled, punching the concrete wall repeatedly, ignoring the immense agony on my knuckles.Eventually I got tired and "THUD" fell to the ground. I woke up in the morning with bleeding knuckles and a sore back, "Owch" I yelped, picking myself up from the ice cold ground.I took a quick two-minute

shower and headed into the breakfast room. There was a whole crowd of people circling around a table shouting "Eat, Eat, And Eat" and jumping up and down. It was as if there was an earthquake and I was at the source of it. I pushed and shoved through the crowd trying to see what was going on, but I wasn't that strong compared to the other people in the prison so I didn't make it far. Still I could kind of make out what was happening. The fact that I was tall kind of helped. I could see two men sitting at the table chomping down on bowls of cereal, to me it looked like an eating competition. "Times up peeps!" A short and wide man shouted.

Suddenly both men slammed their bowls down onto the table. The man on the right ate 3 bowls of cereal and the man on the left ate 8 bowls. I asked some people around me how much time they had to eat, most people said they only had a minute. "Are these guys' professional eaters or are they just aliens because it takes me 5 minutes to eat only one bowl". The guards then marched in and told everyone to return to quietly eating their breakfast. After everyone finished eating breakfast we had to return to our cells. A few minutes after I arrived a guard banged on the jail cell bar doors and announced that I had a new roommate. "Uhhh" I reeked with shock, hearing this. How would I escape now, he would want to come too and I can't take the thought of him messing it up. "I'll just have to do it secretly at night" I muttered to myself making sure no one heard me. Suddenly a tall and skinny guy walked in. He had a clean shave, short curly hair and for some reason dark green eyes. He was silent and he didn't say hi or hello, he just crept in, sorted out his stuff and went to sleep letting out a big sigh. It looked as if he was tired so I didn't bother talking to him. A few hours passed and I was still thinking about how I was going to write my wish. I was pacing up and down the jail cell when

I suddenly tripped knocking over the other guy's stuff. I dropped down to the floor trying to pick everything up when I saw that he had a pen.

I dropped all of his stuff and picked up the pen. I had already planned what my wish was going to be and I had a plan on how to escape. I didn't want to escape right now because most prisoners are still awake and could start a riot along with the fact that most guards are active right now. I went to sleep as well and woke up at night. Then I wrote not just 1 but 2 wishes. My first wish: I want the power of super strength, my second wish: I want the power of being able to erase other people's memories of the last three days. Immediately I felt my arms bulge as huge muscles formed on my arms after that experience ended. My fingers started glowing a bright orange, I felt that this was the power of memory erasure forming. I shoved my diary into my pocket and used my bare hands to bend open the bars in my jail cell with ease. I tiptoed through the hallway like a mouse through a house. I arrived at the huge metal door that led out to the main yard where we exercised each morning. There was a guard holding a taser aiming it at me, using my super quick reflexes I flashed my abnormally glowing hands in front of him. "Thud" he fell to the ground slowly forgetting everything that happened in the last few days. "Crunch" I crushed the lock and walked through the door.

I was outside the prison, all that was left was to pass through the gigantic brick walls. This would prove to be a challenge because there are about 50 guards on patrol around the walls. "Well 50 guards is better than 200" I whispered to myself hoping to gain some self confidence, I ran as fast as I could towards the wall and tried to jump over but that was a dumb move because it was 10 meters high. I only made it 2 metres before I started to fall

down. Again using my super quick reflexes I punched a hole into the wall and slid my hand into it holding me up above the ground.

I punched a few more holes and started to climb up putting in my hands first then my feet second. I was slowly reaching the top punching a lot of holes the whole way. When suddenly the wall started to wobble, all of the holes that I had punched had made it very unstable. I struggled to climb up because of all the turbulence. I was nearly there and I didn't want to start again, so I forgot about punching holes and climbing. I held on to the ledge ready to pounce, when I felt ready I jumped up grabbing hold of the top of the wall. I was hanging 10 metres above the ground as I desperately tried to pull myself up. I finally managed to get up onto the wall, I was half a metre wide so it was a breeze standing on it. I was going to jump over when I saw a guard standing on a watch post aiming a gun at me. I froze in fear but again pointed my hand at him as he clobbered down the stairs of the watch post. Hearing the loud noise, the other 49 guards came running towards where I was. But one look at my hand made them stop in their tracks as they crashed into each other. I jumped off the wall cushioning my fall by landing in a bush. *I crawled out of the bush as I spotted a bike locked against a pole.* " I know this is stealing but I have to do this for my own good" I told myself as I broke the lock. I hopped onto the bike and sped off to my house when I arrived as always. My key was under my welcome carpet but I didn't need it because my front door was broken in half. From the time the police broke into my house to arrest me. The first thing I did when I walked in was start the stove, when the fire had started I shoved the diary into the fire using pliers, hoping to never see it again. When I was sure it was destroyed I looked at my hand trying to forget everything that had happened, but my

power was gone. Well, I guess this is one part of my life I'll never forget.

## Saraswathi's Dairy

Saesha Ghosh (age 11 years)

Hi! My name is Saraswathi and I'm the goddess of Music, Education and Art. I love to learn art and I love to play my Bina. My ma is 'Durga' and she is the goddess of power. My baba is 'Shiva' and he is the god of destruction. My brother is 'Ganesh' and he is the god of wisdom. I have a pet swan called 'Hansa' and she is very mischievous and so is my brother. My ma is very hard-working and my baba is very intelligent. I also have another sister and brother known as 'Lakshmi' and 'Kartik'. Lakshmi is the goddess of wealth and prosperity, and Kartik is the general of the god army.



As I have Hansa as my pet, Lakshmi has her owl, Ganesh has a mouse and Kartik has a peacock, my mum has a lion and my dad has a companion as a snake.

Every morning, I woke up, brush my teeth, get ready and eat breakfast. My mum and dad both make breakfast, lunch and dinner and then they go to work. The rest of my siblings do the same as my routine. We use our pets to get us anywhere. Sometimes we live in the temple, but most of the time we live in 'Kailash'.

I go to my mum's family's house on earth every year with my entire family. Our relatives also come to see us, and they give us lots of affection and effort. They welcome us and offer us lots of delicious sweets and juicy tropical fruit. They arrange lots of cultural programs to entertain us. We all enjoy the program, but I especially like the music and singing part the most. The people also pray to us for blessings, and they pray to me for knowledge, talent in art and music, and other things. My mum, Durga protects everyone because she defeated the Buffalo demon. That is why she goes down to earth to see if her followers are protected against all evil and darkness.

When we go down to earth, my siblings and I get a bit silly sometimes. Like one time, Ganesh ate all the laddoo in the puja so that there was no more, but then he got a severe tummy ache. And another time, Lakshmi bought sarees and jewellery at such an expensive price that she nearly broke her bank account. And last time, Kartik became so obsessed with being the coolest sibling that he did every cool (cringe) thing that the humans on earth do. There was this one time that I tried to do a caricature of myself in a nice way, but it came out as me looking like a toad. But my mum is so kind and lovable that she listens to her followers. So is shiva but sometimes he goes into meditation mode that he forgets about nearly everything that is why he is called 'Bhole Nath'.

We stay on earth for six days and enjoy all the festivities. That's why every year we come and visit earth with our mum. And we love it and all the people on it.

## আমার সেই দূর্গা পূজার দিনগুলো

### শম্পা দত্ত

আমার জন্ম আর বেড়ে উঠা বাংলাদেশের এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শহর ময়মনসিংহে। আমার ছেলেবেলার কথা বলতে গেলে তোমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে আমার সেই ছোট্ট শহরে। আমার খুব আফসোস হয় যে আজকের দিনের মত ক্যামেরা সহজলভ্য ছিল না তখন। তা না হলে সেই চিত্রপট সহজেই বেঁধে রাখা যেত। দূর্গা পূজার কথা বলতে হলে আগে আমার শহরের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, তা না হলে এর আমেজ বোঝান যাবে না। ব্রহ্মপুত্র নদীর গা ঘেঁষে দাড়িয়ে থাকা আমার শহরে তখনো ইট পাথরের বড় বড় দালান গুলো আকাশ তেঁকে দেওয়ার পরিকল্পনা করেনি। একটু বড় বিল্ডিং ছিল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আর ময়মনসিংহ মে ডিকেল কলেজে। আমার ছোটবেলার সূর্যোদয় ছিল পূর্বের আকাশে নারিকেলের ঝিরিঝিরি পাতার ফাঁকে সূর্য মামার উঁকি দেওয়া আর সূর্যাস্ত ছিল পশ্চিমে র আকাশে আম গাছের পেছনে টুপ করে লুকিয়ে যাওয়া। সেটা বাঁধা পরেনি কোন দালানে। এই শহরে সন্ধ্যা নামত শাঁখ, শংখ, উলুধ্বনিতে, আজানের সুরে আর নির্ভয়ে। শহরে র অনেকগুলো মন্দির দাঁড়িয়ে আছে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে। এক সারিতে আছে বড় কালীবাড়ি, বড় মসজিদ, ছোট কালীবাড়ি, লোকনাথ বাবার মন্দির, শিব মন্দির আর একটা মাঝারি। মাঝে মাঝে সন্ধ্যা বেলায় আমরা মা আর ঠাকুমার সাথে এই মন্দির আর মাঝারে যেতাম। তখন মনে হত সে ই বাঁজ আর শংখে রধ্বনি যেন মিশে যেত ব্রহ্মপুত্রের ঢেউয়ে আর মাঝারের অসংখ্য মোমবাতির প্রতিবিম্ব পরত নদীর জলে। নদী থেকে বয়ে

আসত ঠান্ডা শীতল হাওয়া। তখন সূর্য মামাকে মনে হত যেন নদীর ওপারে দূরে কোন গ্রামের কোলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পরেছে। আমার কাছে সে এক স্বর্গীয় অনুভূতি। চোখ বন্ধ করলে এখনো তার পরশ পাই। আমার শহরটা একটু বেশীই সবুজ ছিল আর অনেক সহজ সরল ও মনে হত। প্রাইভেট কার তেমন ছিল না, যানবাহন বলতে রিক্সা আর সাইকেলের টুং টাং শব্দে মুখরিত থাকত চারিদিক। ষড়ঋতু তাদের নিজ নিজ রূপ নিয়ে হাজির হত ঠিক সময়মত। তার মধ্যে শরতে র সকাল আমার ভীষন প্রিয়। নদীর ধারে র সাদা কাঁশ ফুল আর শিউলি ফুলের গন্ধ জানিয়ে দিত মায়ের আগমনী বার্তা। এই ঘুম পাগল আমি ও মাঝে মাঝে খুব ভোরে মূর্তি বানানো দেখতে যেতাম। মুঞ্চ হতাম শিল্পীর এই অপকল্প সৃষ্টিতে। মায়ের টানা টানা চোখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় থাকতাম বোধনের।



বিশেষ সকাল ছিল মহালয়ার সকাল। এমন কোন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়ি ছিল না যেখান থেকে রেডিওতে প্রচারিত হওয়া বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের চল্লীপাঠ ভেসে না আসত। মাঝে মাঝে মনে হয় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র যদি চল্লী পাঠ না করত, মা মনে হয় এই ধরনীতে নেমেই আসত না। সেই সাথে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম নতুন জামা জুতোর জন্য। আমার জামা কেনা হত পূজোর ঠিক দুই তিন দিন

আগে কারন এতদিন অপেক্ষা করার মত ধর্য আমার ছিল না। এর মধ্যেই পূজোর আগে দরজা বন্ধ করে হাই হিল প্র্যাকটিস করা হয়ে যেত আমার আর ছোট পিসির। আমাদের একান্বতী পরিবারের সবার অনেক সেলাই করতো মা রাত জেগে, সেলাই মেশিন ঘিরে আমরাও বসে থাকতাম।

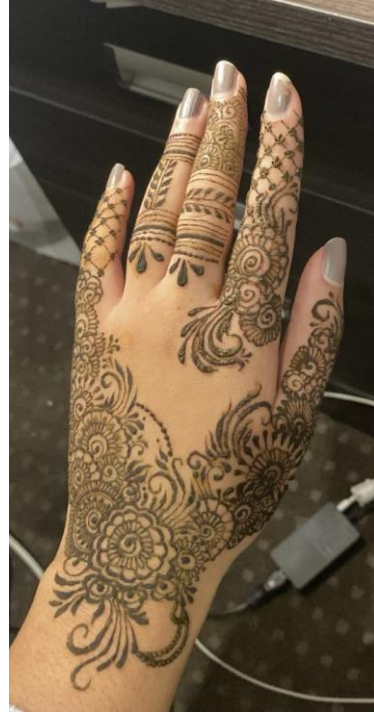
অবশেষে সব অপেক্ষার প্রহর শেষে ষষ্ঠীর সন্ধ্যা নেমে আসত। অনেক রাত পর্যন্ত দুর্গা মায়ের প্রতিমা নেওয়া হত ঢাক ঢোল বাজিয়ে। সেই সময়টায় চলত আলতা পরানো। আমার দায়িত্ব ছিল সবাই কে আলতা পরিয়ে দেওয়া। নানান নকশায় সবার পা রাঙ্গিয়ে দেওয়াই ছিল আমার নেশা। আর এর মাঝেই ঢাকের আওয়াজ শুনলেই আমরা দৌড়ে ছুটে যেতাম গেইটের বাইরে মূর্তি দেখতে। আলতা পায়ে সবাই যখন বাইরে দৌড়ে যেত আমার মায়ের নজর পরে থাকত আমার পায়ের দিকে, বলত "তুই ও তো পরতে পারিস"। নিজে পরার থেকে আমার পরাতে বেশী ভাল লাগত। কিছু ডিজাইন এখনো আমার মনে আছে। তোমরাও তোমাদের পা রাঁঙ্গাতে পার তা দিয়ে। 🙏🙏

আরেক আকর্ষণ ছিল মাইকে বাংলা গান শুনান। তখন ডি জে ছিল না। কিশোর কুমারের "আমার স্বপ্ন যে সত্যি হল আজ" কিংবা বাপ্পী লাহিড়ীর "মঙ্গল ও দীপ ও জেলে", কতবার বাজানো হত তার হিসেব ছিল না। মন্দিরের পাশেই আমার এক বন্ধু রমাদের বাসা। সন্ধ্যা বেলায় রমাদের বারান্দায় বসে আমরা গল্পের আসর জমাতাম আর মন্দির চত্বরে মানুষের ভীড় দেখতাম। রাস্তার ধারে আচার ওয়ালার জলপাই আচার ছিল আমার খুবই প্রিয়। আমার ভাই সুজন বাইরে গেলেই কিনে আনত সেই আচার। জলপাই জলে সেদ্ধ করে ভিনেগার, ফুড কালার আর সেকারীনে ভেজানো হত, এর বেশী কিছু না। কিন্তু বুঝানো যাবে না এর স্বাদ, মোহ আর আকর্ষণ। আর হল আমার মার হাতের বানানো দুধ এবং নারিকেলের নাড়ু, যা হল অতুলনীয়। ❤️





পুজোর দিনগুলোতে বিভিন্ন ধরনের নিরামিষ খাবারের মধ্যে শুকতার রেসিপি হল খুবই সহজ আর মজাদার। সব সবজি যেমন কাঁচা কলা, মিষ্টি আলু, ডাটা, বেগুন ইত্যাদি বড় বড় করে কেঁটে নিতে হবে। শুকতার প্রধান উপকরণ হল করলা। প্রথমে করলা কেটে লবন হলুদ দিয়ে ভাল করে ভেজে নিতে হবে। সব সবজি লবন হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে পরে সরিষার তেলে পাঁচ ফোঁরন, শুকনা মরিচ, তেজপাতা ফোঁরন দিয়ে সবজি দিতে হবে। অল্প সর্ষে, পোস্ত, রাঁধুনি বাটা, আদা বাটা আর একটু দুধ দিয়ে নেড়ে চেরে সবশেষে করলা দিতে হবে। তা না হলে পুরো সবজি বেশী তেঁতো হয়ে যাবে। নামানোর আগে একটু ঘি আর চিনি দিয়ে নামাতে হবে। নতুন জামা পরে অষ্টমীর অঞ্জলী দিয়ে রাতে বের হতাম পূজা দেখতে। ময়মনসিংহে পূজার সংখ্যা অনেক। এক পুজো থেকে আরেকটা এতটাই কাছে যে একটার আলোকসজ্জা মিশে যেত আরেকটার সাথে। সেই আলোর নীচে দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হয় আকাশের নীচে আরেক আলোর আকাশ, কোথাও কোন অন্ধকার নেই, নেই কোন মন খারাপ, হিংসা, দ্বেষ।



অষ্টেলিয়াতে আমি মায়ের আগমনী বার্তা বোঝার চেষ্টা করি আমার জানালার ধারের ক্যামেলিয়া ফুল দেখে। মেয়েরা মেহেদীর নকশা ঠিক করে আর আমার শাড়ীর বাক্স এলোমেলো করে কোনটা পরবে বলে। আমরা খুবই ভাগ্যবান যে এখানে SPUVIC পরিবারের সবাই হাঁসি, আনন্দ, প্রার্থনা, গান, বাজনার

মধ্য দিয়ে মাকে বরন করি, মার আরাধনায়  
সবাই মিলিত হই আর বছর শেষে আবার  
অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি মা আসবে বলে ।



## জনগণের স্বামী বিবেকানন্দ

### প্রজাপতি রায়

গেরুয়া বসন পরিহিত, পাগড়ী মাথায় এক  
তেজস্বী যুবকের যে ছবি আমাদের বাসা -  
বাড়ীর দেয়াল আর দোকানপাটে শোভা পায়  
তিনি স্বামী বিবেকানন্দ । কিন্তু বামী বিবেকানন্দ  
-স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি ।  
স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত হয়ে আসার একটা  
ইতিহাস আছে । আর সেই ইতিহাসের মধ্যেই  
জনগণের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সুপ্ত হয়ে  
রয়েছে। সুতরাং জনগণের স্বামী বিবেকানন্দকে  
জানতে হলে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন  
কাহিনী জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে ।



স্বামী বিবেকানন্দের বাবার নাম বিশ্বনাথ দত্ত  
।মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী দেবী । বিশ্বনাথ দত্ত  
অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন ।পেশাগত  
দিকথেকে তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের  
একজন নামকরা এডভোকেট । বিশ্বনাথ দত্ত  
প্রচুর রোজগার করতেন ।তিনি ব্যয় ও করতেন  
মুক্ত হস্তে ।বহু গরীব দুঃখী তার সাহায্য পেত  
।তিনি সংগীত ও কাব্যের সমঝদার ছিলেন ।  
ভুবনেশ্বরী দেবী ও উদারমনা ,ধর্মপরায়ণ ও  
স্নেহশীলা মহিলা ছিলেন ।তিনি পুত্র কামনায়  
তীর্থক্ষেত্র কাশীর জাগ্রত শিব বীরেশ্বরের কাছে  
মানত করেন । কথিত আছে রাতে স্বপ্ন  
দেখলেন যে তার মানতে খুশি হয়ে স্বয়ং শিব  
তার কোলে আসছেন । অতঃপর ১৮৬৩  
খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পৌষ সংক্রান্তিতে  
বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর এক পুত্র  
সন্তান জন্মগ্রহণ করলো ।কাশী জাগ্রত  
দেবতার দুয়ারে মানত করে ছেলে হবার জন্য  
মা ছেলের নামকরণ করলেন বীরেশ্বর ।পরে  
অনন্যপ্রাশনের সময় তার নামকরণ করা হলো  
নরেন্দ্রনাথ ।ফুটফুটে গায়ের রং , কালো  
কোঁকড়া চুল , বড় বড় দুটি সুন্দর চোখ ,  
স্বাস্থবান নরেন্দ্র কলকাতার সিমলা অঞ্চলের  
দত্তবাড়ীর আদরের ধন হয়ে বড় হতে লাগলেন  
।ছেলেবেলায় নরেন্দ্র মায়ের কাছে রামায়ান -  
মহাভারতের গল্প শুনতেন । এরফলে রামায়ান  
- মহাভারতের বহু অংশ তার মুখস্থ হয়ে  
গিয়েছিলো ।

সুললিত কণ্ঠের অধিকারী নরেন্দ্রের আবৃত্তি  
সকলকে মোহিত করতো । বয়স বাড়ার সঙ্গে  
সঙ্গে নরেন্দ্রের কৌতূহল ও বাড়তে লাগলো ।  
সবকিছুর ক্ষেত্রেই নরেন্দ্র প্রশ্ন করতো ।  
তখনকার দিনে হিন্দু সমাজে বিশেষ করে  
উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ ও  
অশ্পৃশ্যতা প্রকট ভাবে বিদ্যমান ছিল ছিল  
নরেন্দ্রের বাবা এডভোকেট বিশ্বনাথ বাবুর  
বৈঠকখানায় ভিন্ন জাতের মঞ্চেরদের  
মদ্যপানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হুকোর ব্যবস্থা ছিল  
। একদিন বালক নরেন্দ্র বাবার বৈঠকখানার  
হুকো গুলো একের পর এক টেনে দেখছিলো ।

বাবা অলক্ষিতে তা দেখে ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলেন, "সে কেন এমন করলো?" উত্তরে বালক নরেন বললো, "দেখছিলাম জাতিভেদ না মানলে কি হয়।" অতি ছোটবেলা থেকেই নরেনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বা সহজাত ভালো - মন্দ জ্ঞানের উপলব্ধি জন্মেছিলো। একবার ছয় - সাত বছরের বালক নরেন পূজার মেলা থেকে কিছু মাটির পুতুল কিনে সঙ্গীদের সঙ্গে বাড়ী ফিরছিলো। পথে হটাৎ সবাই দেখলো যে একটি ছোট শিশু ঘোড়ার গাড়ীর নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে। আর কেউ না এগুলেও নরেন হাতের পুতুলগুলো ফেলে দিয়ে শিশুটিকে টেনে দূরে সরিয়ে আনে।

বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে নরেনকে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট ভর্তি করা হয়। স্কুলে গায়ের জোড়, খেলাধুলায় প্রাধান্য ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতার জন্য নরেন ছিল ছেলেদের নেতা। তের- চৌদ্দ বছর বয়সে নরেন একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন বাবা তাকে হওয়া বদল করার জন্য নিয়ে কিছুদিন নিজেদের কাছে রাখেন। বাবা ছেলের জ্ঞান পিপাসু অন্তরের পরিচয় পেয়ে ছিলেন তাই তাকে পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানগর্ভ বই পুস্তকও পড়তে দেন। প্রায় দুবছর বাবার কাছে কলকাতার বাইরে রায়পুর থেকে নরেন কলকাতা ফিরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং এতে তার স্কুলের মধ্যে একাই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর কালক্রমে নরেন জেনারেল এসেম্বলি কলেজ নামে কলকাতার এক কলেজে ভর্তি হয় করে কলেজেও নরেন নেতার স্থান দখল করে। কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ আর অধ্যাপকেরা পর্যন্ত নরেনের প্রতিভায় মুগ্ধ হন। এখানেই নরেন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমংসের নাম শুনতে পান।

জেনারেল এসেম্বলি কলেজে পাঠ কালেই নরেনের মধ্যে একটা ভাবান্তর দেখা দেয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে নরেন চিন্তা করতে আরম্ভ করেন

।সময়টি রাজা রামমোহন রায়, কেশবলেন আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্রমাগত পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্ম ধর্মের প্রসার ঘটেছিলো। নরেনের ঈশ্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। সে ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মিত যোগদান করতে থাকে। কিন্তু মনে তার শান্তি আসেনা। এমনি মানসিক অবস্থায় আকস্মিকভাবে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে নরেনের সাক্ষাৎ হয়। নরেন ভালো ভজন গান গাইতে পারতেন। তার গান শুনে রামকৃষ্ণদেব মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এবং তাকে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। একদিন নরেন বন্ধু - বান্ধবদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বর যান। সেখানে রামকৃষ্ণ তাকে অসাধারণ মানুষ হিসাবে অখ্যায়িত করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সংস্পর্শের পর থেকে নরেন যেন কেমন আনমনা হয়ে যান। রামকৃষ্ণ ঈশ্বর দর্শন করেছেন শুনে তিনিও ঈশ্বর দর্শনের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেন। এরপর থেকে নরেন ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বর যেতে থাকেন।

ইতিমধ্যে নরেন বি. পাশ করেন এবং আইন অধ্যয়ন শুরু করেন। এমন সময় হঠাৎ করে পিতা বিশ্বনাথের মৃত্যু ঘটে। বিশ্বনাথের যেমন আয় ছিল তেমনি ব্যয়ও ছিল। কারণ দয়া আর দানশীলতা তার অস্থিমজ্জায় জড়িত ছিল। ফলে পিতার মৃত্যুর পর নরেন দেখলেন পিতার ঋণের পরিণাম অনেক। সুযোগবুঝে জ্ঞাতিরা নরেনের বিষয় মামলা সম্পত্তি এমনি কি বসতবাড়ি পর্যন্ত দখলের স্বরষন্ত্র আরম্ভ করে। মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। সাংসারিক বিপদ চারদিক থেকে নরেনকে ঘিরে ধরে। আর্থিক অনটন লেগেই থাকে। একদা স্বচ্ছল ধনী বিশ্বনাথের বাড়ীতে দুবেলা উনুনে হাঁড়িও কোনোদিন চড়তেনা। বিপদে দিশেহারা হবার লোক নরেন নয়। তবে অন্তরে ঈশ্বর দর্শনের প্রেরণা নরেনকে সংসার ত্যাগী করে তুলতে থাকে। কিন্তু রামকৃষ্ণ দেবের পরামর্শে নরেন সংসার গ্রহণ থেকে বিরত হন। তারপর ধীরে

ধীরে নরেনের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে ।

এরপর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব দেহ ত্যাগ করেন এবং নরেনের উপর তার আধ্যাত্মিক দায়িত্ব ভার অর্পণ করে যান । ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে নরেনের নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠা হয় । শ্রীরামকৃষ্ণ দেব হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে একজন যুগাবতার ছিলেন । তার আধ্যাত্মিক মত ছিল অত্যন্ত উদার । তিনিই বলেছিলেন বলেছিলেন , " যত মত তত পথ ।" যেভাবে ঈশ্বরকে ডেকে খুশি থাকে সে সেভাবেই ডাকতে পারে করে এক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিম - বৌদ্ধ - খ্রিষ্টান কোনো উপাসনাই অপাংতেয় নয় । সবই যুক্তি সম্মত । এই আধ্যাত্মিক উদার মতাদর্শের ধারক রামকৃষ্ণ সংঘের সদস্যরা নরেনের নেতৃত্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করে । এই মত প্রচারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন । এই সময়ই নরেনের সন্ন্যাস জীবনের নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ । এতক্ষন আমরা বীরেশ্বর থেকে নরেন আর নরেন থেকে স্বামী বিবেকানন্দের রূপান্তর জানতে পেলাম । এরপর স্বামী বিবেকানন্দ সংসার ত্যাগ করে তীর্থ ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েন । প্রায় সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের মানুষ , সমাজ , চিন্তা সুখ চেতনা ও সুখ - দুঃখের সাথে পরিচিত হন । এরমধ্যে তিনি মানুষের মুক্তির চিন্তা করতে থাকেন । সারা ভারত ভ্রমণের সময় স্বামী বিবেকানন্দ রাজা - মহারাজা থেকে আরম্ভ করে দীন দরিদ্রের কুটিরেও আতিথ্য গ্রহণ করেছেন । এমনকি গাছতলায় ও দিন রাত্রি কাটিয়ে দেন । এসময়ই স্বামী বিবেকানন্দ জনগণের কাছাকাছি পৌঁছান । এবং দেখতে পান দারিদ্র , অশিক্ষা - কুশিক্ষা আর মিথ্যা সংস্কার কুসংস্কারের বেড়াজালে ভারতের মানুষ আবদ্ধ । তিনি দেখত পান ধনবান , উচ্চবর্ণ ও তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীর নিষ্পেষণে দেশের সাধারণ মানুষ দুর্দশার চরমসীমায় পৌঁছে গেছে । যদিও স্বামী বিবেকানন্দ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের

সমর্থক ছিলেননা তথাপি তিনি একটি কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে , পরাধীনতা থেকে মুক্তি ও সাধারণ মানুষের মুক্তির একটি পূর্বশর্ত । "যত মত তত পথ " আর " জীবে দয়া করে যেজন সেজন সেবিছে ঈশ্বর " এই মতাদর্শ নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেশে - বিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তার মতাদর্শ বিশেষ প্রাধান্য পায় । দুর্গত মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা এই মহৎ শিক্ষা তিনি বিশ্ব বাসীর কাছে উপস্থাপন করেন । পরবর্তীকালে মাহাত্মা গান্ধীর কাছে এই দুর্গত মানবতা " হরিজন " রূপে বিধৃত হয় ধরেছিলেন সামাজিক ও কমিউনিস্ট আদর্শ প্রসার লাভ করার আগে স্বামী বিবেকানন্দ ই অর্থনৈতিক সুখম বন্টন আর বিশ্ব মানবতার সেবার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন কারণ বিবেকানন্দ কঠোর ভাবে হিন্দু সমাজের বহু প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে অস্পৃশ্যতা ও শ্রেণীভেদ সমাজে কূপমণ্ডকতার কারণ । আর এগুলোই মানুষ তথা জাতির মুক্তির প্রতিবন্ধক ।

বিত্তবান ও উচ্চবর্ণের মানব সমাজের প্রতি তাঁর আহবান ছিল , "তোমরা শূন্যে বিলীন হও , আর নুতন ভারত বেরুক । বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে , জেলে - মুচি - মেথরের মধ্যে থেকে , কারখানা থেকে ।" স্বামী বিবেকানন্দের একটি বড় পরিচয় : তিনি শুধু আধ্যাত্মিক জগতেই নয় , সামাজিক জগতকেও প্রাধান্য দিতেন । গণ মানুষের কল্যান কল্পে তিনি বেশ কিছু চিন্তা ভাবনা করতেন । তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাঁকে অল্পকথায় বলা যেতে পারে - উপলব্ধি ছিল তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্বাত্মবাদ আর ব্যবহারিক দিক থেকে বিশ্বসেনাবাদ । এই বিশ্বসেনাবাদ , বিশ্বসেবাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় । স্বামীজীর জনসেবা প্রধানত সমাজের উৎপীড়িত , অত্যাচারিত , সামাজিক অধিকারহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বেশি বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল । এক্ষেত্রে সমাজের নীচু তলার মানুষের কাছাকাছি আর একটা সমাজ তা হচ্ছে

নারী সমাজ ছিল উচ্চবর্ণের বা বিত্তবান বা ক্ষমতালী গৌরী মানুশের সমাজেও নারীরা বঞ্চিত ছিল। অথচ এদের সংখ্যা ঐ সমাজের মানুশের মোট সংখ্যার অর্ধেকের বেশি ছিল। স্বামীজীর অন্তর তৎকালীন নারী সমাজের দুর্দশা দেখে ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। তাই নারী সমাজের উন্নতির জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। যদি অবিভক্ত ভারতের নারী প্রগতির ইতিহাস কোনোদিন লেখা হয় তবে স্বামী বিবেকানন্দের নাম সেখানে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বলতেন যে, যে সব জাতি অতীতে বড় হয়েছে, বর্তমানেও বড় আছে এবং ভবিষ্যতেও বড় থাকতে চায়, তারা অবশ্যই নারী জাতিকে সন্মান দিয়েছিলো, সন্মান দেয় এবং সন্মান দেবে। মেয়েদের অসন্মানজনক আসনে রেখে কোন জাতি কোনোদিন বড় হতে পারে না। জনগণের স্বামী বিবেকানন্দের এটি একটি বিশেষ রূপ। দেশব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি ই হচ্ছে নারী। সুতরাং নারী জাতির উন্নতির কথা বলা মানেই জনগণের কথা বলা। তার দৃষ্টিতে সমাজের নীচু তলার মানুশ আর সামগ্রিক সমাজের নারী সম্প্রদায় এই উভয়ই নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত করেন তাই এদের জন্য তিনি চিন্তা করেন। এদের কল্যাণ ব্যাতিত সমাজের, বৃহত্তর জাতির বা দেশের অথবা বিশ্বের উন্নতি সম্ভব নয় একথা তিনি দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করতেন।

শিক্ষা জনগণের এক মৌলিক প্রয়োজন ও মৌলিক অধিকারও বটে। শিক্ষা ব্যতীত জনজীবনের উন্নতি অসম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ একথাটি অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার দরকার। নারী সমাজের ন্যায্য অধিকারের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার দরকার স্বামীজী একথা বার বার বলেছেন। মার্কস-এঙ্গেলস সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছেন তার সঙ্গে বিবেকানন্দের সামাজিক সাম্যের ধারণার কিছুটা তফাৎ আছে আর তা

হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা। তিনি বিশ্বাস করতেন - সামাজিক বঞ্চনা ও শোষণে যারা বঞ্চিত ও শোষিত তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দাও, তারা যথোপযুক্ত শিক্ষিত হয়ে শোষক তথা অত্যাচারীকে সামাজিকভাবে মোকাবেলা করুক। রক্তপাত নয়, ত্বিশক্তি ও মেধার মাধ্যমে সংগ্রামে অবশ্যই সমাজের সিংহভাগ বঞ্চিত মানুশ অল্পসংখক বিত্তবান ও শোষককে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। তবে এরজন্য চাই বঞ্চিত - শোষিতদের জন্য উপযুক্ত ও যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

জনজীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য ও বস্ত্রের পরপরই আসে সাহিত্য - সংস্কৃতির বিষয়টি। বিবেকানন্দ একাধারে গদ্য সাহিত্য শিল্পী ও কাব্য সাহিত্য শিল্পী দুই ই ছিলেন। তার লেখা গদ্য সাহিত্য ও কবিতা বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত এর কোনো মূল্যায়ন হয়নি। তার লেখা 'বর্তমান ভারত 'পরিব্রাজক '।' প্রাচ্য ও প্রাচ্যাত্য'। 'ভাববার কথা 'গদ্য সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যারা পড়েছেন যান জানেন শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ আধুনিক বাংলা গদ্যের উদ্ভাবক। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এই দুই কলেজের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থেকেও সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা আর কী হতে পারে? কাব্যের ক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত এই তিনধরণের ভাষাতেই তিনি কাব্য রচনা করে গেছেন রয়েছে এস এসব কবিতা "বীর বাণী" নামে প্রকাশিত হয়েছে হয়েছে এসবের মধ্যে জনজীবনের হৃদয়ের স্পন্দনই ধ্বনিত হয়েছে। তার লেখা চিঠিগুলোও বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। এক্ষেত্রে জনগণের বিবেকানন্দ খাঁটি দেশজ শব্দ, প্রবাদ প্রবচন এমনকি সুপরিচিত শব্দের গালি - গালাজও তিনি ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেননি। মানুশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংগীত ও নৃত্য একান্তই প্রাধান্য পাওয়ার দাবীদার।

স্বামীজী সন্ন্যাসী কিন্তু তিনি বহু সংগীত রচনা করেছেন। নৃত্য কলায়ও তার দক্ষতা ছিল। অবশ্য তার মধ্যে এগুন দুটি জন্মগত সূত্রে পাওয়াছিল তার বংশে নৃত্যগীতের চর্চা ছিল। তিনি একদা আনুষ্ঠানিকভাবে সংগীত শিক্ষাও করেছেন - তার বাব ই এব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিলেন। যন্ত্র সংগীতেও স্বামী বিবেকানন্দ পারদর্শী ছিলেন।

স্বামীজী সুগায়ক ও ছিলেন। বাদক ছিলেন। গীতিকার ছিলেন। সংগীতের তাত্ত্বিক লেখকও ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিছক সংসার বিবাগী সন্ন্যাসী ছিলেননা। তার জনসমাজের সঙ্গে যে একটা মধুর সংযোগও ছিল তার প্রমান মেলে স্বামীজীর লঘু হাস্যরস পরিবেশনের মধ্য দিয়েও। তিনি কাঠখোঁটা সাধু ছিলেননা, তার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্কার মূলক বক্তব্য গুলোকে তিনি অনেক সময়ই অত্যন্ত মধুর লঘু হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। যা তাকে সাধারণ মানুষের মনের অত্যন্ত কাছাকাছি নিয়ে গেছে।

তাই স্বামী বিবেকানন্দকে শুধুমাত্র একজন সংসার বিবাগী সাধু পুরুষ মনে করার কোনো হেতু নেই। তিনি কর্মযোগী ছিলেন। বৈরাগ্য সাধনেই মুক্তি ত্বন্তে তার আস্থা ছিলোনা। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সংসার ত্যাগী হলেও তা হয়েছিলেন সমাজের সমষ্টি জীবনের মুক্তির পথকে প্রশস্ত করার জন্যই। নিজে সন্ন্যাসী হয়েও গণজীবনের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা তাকে জনগণের তাকে জনগণের অন্তরের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলো। দীর্ঘজীবনের অধিকারী তিনি ছিলেননা। তার দেহত্যাগ সম্পর্কে যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন - সে সম্পর্কে দৃষ্টিপাত না করেও আমরা বলতে পারি মাত্র ৩৯ বছরের জীবনকালে তিনি বিশ্ববাসীকে এক বিশেষ ধারণা উপহার দিয়ে গেছেন তা হচ্ছে ত্বন্ত গত দিক থেকে বিশ্বাত্মবাদ আর প্রায়োগিক দিক থেকে বিশ্বসেবাবাদ। " যতমত ততপথ ", " জীবে দয়া করে যেজন সেজন সেবিছে ঈশ্বর ", " সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই । " এসব মহান বিশ্বজনীন চিন্তা ধারার অপূর্ব

সমন্বয় স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ক তাই তো বিবেকানন্দের মতবাদ শুধু সম্প্রদায় বিশেষের জন্যই নয় - বিশ্বমানবতার অত্যাধুনিক ধ্যান ধারণার সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার বিখ্যাত বক্তব্য:

১. "মানুষের সেবা করা হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা করা।"

২. "আমরা যা এবং ভবিষ্যতে আমরা যা হবো, তার জন্য আমরাই দায়ী। আমাদের নিজেদের মধ্যে শক্তি আছে, আমাদের নিজেদের তৈরী করার জন্য। আমরা এখন যা হয়েছি তা আমাদের অতীতের কর্মের ফল, আমরা ভবিষ্যতে যা হবো তা আমাদের বর্তমানের কাজেরই ফল হবে। সুতরাং আমাদের জানতে হবে কিভাবে আমরা আমাদের কাজগুলো করব।"

৩. "এমন কাজ করে চलो যে তুমি হাসতে হাসতে মরবে আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে।"

৪. "ঘৃণার শক্তি অপেক্ষা প্রেমের শক্তি ... অনেক বেশি শক্তিমান।"

তার এসব বক্তব্য জনগণের সঙ্গে তার হৃদয়ের নৈকট্যকে প্রমান করে একথা বলাই বাহুল্য। (১) সমাজসেবা (২) সাহিত্যসেবা (৩) সংস্কৃতিসেবার যে প্রমান আমরা উল্লেখ করতে পেরেছি তা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে স্বামী বিবেকানন্দ একজন সম্প্রদায় বিশেষের আধ্যাত্মিক প্রবক্তা ছিলেননা; তিনি বিশ্বমানবতার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক ছিলেন। তিনি ব্যক্তির নন, সম্প্রদায়ের নন তিনি অবতার নন, তিনি শুধু আধ্যাত্মিকতার নন, তিনি জনগণের - তিনি গণমানুষের হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তার ধ্যান - ধারণার মধ্যে গণমানুষের হৃদ স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে। তাই সবশেষে আমি বলবো স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন জনগণের বিবেকানন্দ।

# Last year at a glance

## Saraswati Puja 2022



## Boishakhi Mela 2022



## Janmashtami Celebration 2022



## Committee 2022-2023

### Management Committee 2022-2023

**President:** Dr Bikash Choudhury  
**Vice President:** Mr Sanjib Saha  
**General Secretary:** Mr Suranjit Saha  
**Treasurer:** Mr Prabir Deb  
**Cultural Secretary:** Mr Saurav Das  
**Member:** Mr Chapal Choudhury  
**Member:** Mr Henry Sebastian  
**Member:** Mr Prabir Chowdhury  
**Member:** Mrs. Prajapoti Roy  
**Member:** Dr Ratan C Mandal  
**Member:** Mrs Sandhya Chatterjee  
**Member:** Mrs Somali Bhattacharyya  
**Member:** Mr Tapan Kundu

### Organising Committee 2022-2023

#### A) Food and Beverage Committee

- Dr. Ratan Mondal (team leader)
- Mr. Henry Sebastian
- Mr. Sanjib Saha
- Mr. Tapan Das

#### B) Cultural Committee

- Mr Saurav Das (team leader)
- Mrs. Nandita Das
- Mrs. Prajapoti Roy
- Mrs Somali Bhattacharyya
- Mr. Subhajit Chattopadhyay
- Mrs. Sukanto Dutta

#### C) Sound Team

- Mr Sanjib Saha (team leader)
- Mr. Bipul Sen
- Mr. Santanu Sarker
- Mr. Sukanta Dutta
- Mr. Suranjit Saha

#### C) Decoration and transportation Committee

- Mr. Tapan Kundu (team leader)
- Mr. Anup Mondal
- Mr. Dharmendra Pandey
- Mrs. Indrani Kundu
- Mrs. Prajapoti Roy

#### D) Publication and Magazine Committee

- Mr. Suranjit Saha (team leader)
- Mr. Bipul Sen
- Mr. Sujoy Ghosh



# SPUVIC Events 2022

January						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

February						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

March						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

April						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

May						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

June						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

July						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

August						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

September						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

October						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

November						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

December						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

## SPUVIC events in 2022

12th Feb.	Saraswati Puja	25th Sep.	Mahalaya	16th Oct.	Durga Puja Sunday
16th April.	Noborsha (Bang)	14th Oct.	Durga Puja Friday	29th Oct.	Kali Puja
20th Aug.	Krishan Janmatar	15th Oct.	Durga Puja Saturday		

## Public holidays 2022 Victoria

3rd Jan.	New Year's Day	17th April	Easter Sunday	23rd Sep	AFP Grand Final Eve
26th Jan.	Australia Day	18th April	Easter Monday	1st Nov	Melbourne Cup
14th Mar	Labour Day	25th April	ANZAC Day	27th Dec.	Christmas Day
15th April	Good Friday	13th June	Queen's Birthday	26th Dec.	Boxing Day
16th April	Easter Saturday	22nd Sep	National Day of Mourning		

[www.spuvic.org](http://www.spuvic.org)

Data provided as is without warranty

# SPUVIC Events 2023

January						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	
29	30	31				

February						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

March						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

April						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

May						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

June						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

July						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

August						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	18
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

September						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

October						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26		
	30	31				

November						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

December						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## SPUVIC events in 2023

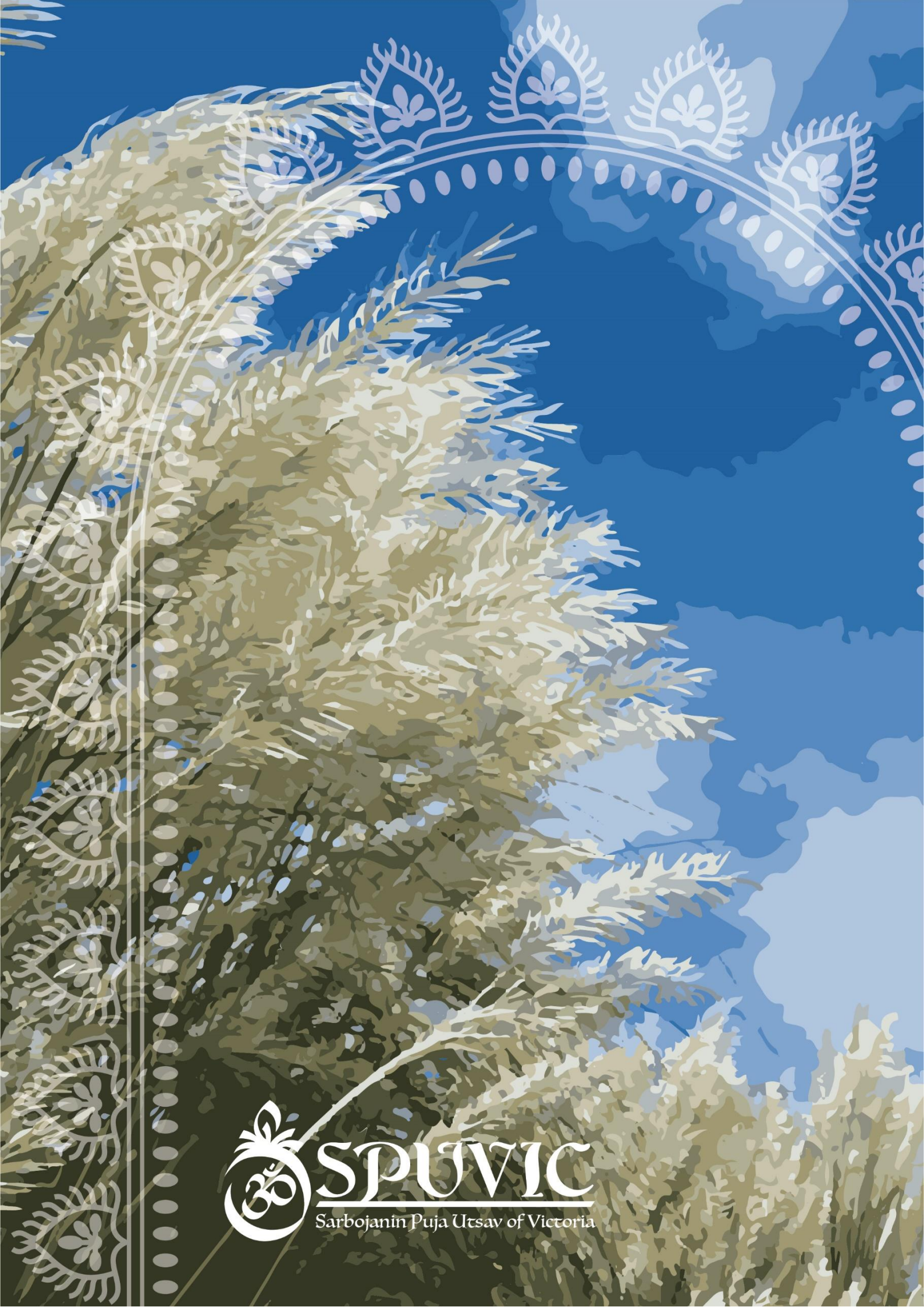
28th Jan.	Saraswati Puja	14th Oct.	Mahalaya	29th Oct.	Durga Puja Sun
15th Apr.	Noboborsha (Bangl	27th Oct.	Durga Puja Friday	12th Nov.	Kali Puja
9th Sep.	Krishan Janmastam	28th Oct.	Durga Puja Saturday		

## Public holidays 2023 Victoria

2nd Jan.	New Year's Day	9th April	Easter Sunday	7th Nov.	Melbourne Cup
26th Jan.	Australia Day	10th April	Easter Monday	25th Dec.	Christmas Day
13th Mar.	Labour Day	25th April	ANZAC Day	26th Dec.	Boxing Day
7th April	Good Friday	12th June	King's Birthday		
8th April	Easter Saturday		AFP Grand Final Eve		

[www.spuvic.org](http://www.spuvic.org)

Event



**SPUVIC**

Sarbojanin Puja Utsav of Victoria



সনাতন ধর্ম ও বাঙালী সংস্কৃতির  
গর্বিত উত্তরাধিকারী, একনিষ্ঠ পূজারী

Proud inheritors and devoted worshipers  
of Sanatan Dharma & Bengali Cultures